হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং- ১২০৪২/২০১৭

মোঃ সাইফুল ইসলাম

----আসামী-আপীলকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র ও অন্য

------প্রতিবাদী।

এ্যাডভোকেট আজাহারউল্লাহ ভুইয়া সংগে

এ্যাডভোকেট মোঃ জাফর সাদেক

---আসামী-আপীলকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ আসিফ হাসান

----------দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে

এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকার এ্যাটনী জেনারেল

এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

----রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানীর তারিখঃ ২৮.০৮.২০২৩, ১৫.১০.২০২৩, ৩১.১০.২০২৩, ০১.১১.২০২৩, ০২.১১.২০২৩ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ০৭.১২.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ বিশেষ জজ (জেলা জজ), আদালত নং ৭, ঢাকা কর্তৃক বিশেষ মামলা নং ১৬/২০১২(মহানগর বিশেষ মামলা নং ৯৯/২০১২, মতিঝিল থানার মামলা নং ৬০ তারিখ ২১.০৩.২০১১, জি,আর মামলা নং ৬০/১৯৬ ধারা ৪০৯/৪৭৭(এ)/১০৯ দন্ডবিধি সহ ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি দমন প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা হতে উদ্ভুত)-এ বিগত ইংরেজী ১২.১০.২০১৭ তারিখে প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশে আসামী-আপীলকারী মোঃ সাইফুল ইসলাম-কে দোষী সাব্যস্থ করে দন্ডবিধি ৪০৯ ধারায় ৪(চার) বছর সশ্রম কারাদন্ড সহ ৫০,০০০/(পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ৬(ছয়) মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড, দন্ডবিধি ৪৭৭(ক) ধারায় ৩(তিন) বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং ২০,০০০/(বিশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ৩(তিন) মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায়

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		৪(চার) বছর কারাদন্ডসহ ৬৭,৫০,০০০/(সাতষট্টি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড প্রদানের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী আপীল। প্রসিকিউশন পক্ষের মামলা সংক্ষেপে এই যে, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১ এর ই,আর নং-৯/২০১০ অনুসন্ধানকালে দেখা যায় যে, বিআইডবিস্নউটিএ এর অধীন গুরুত্বপূর্ণ ০৪টি নৌপথের নাব্যতা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতাধীন বসরকারীর ড্রেজার নিয়োগের নিমিত্তে ৪টি লটে প্রকাশিত দরপত্রের মধ্যে Lot no- 4, Development of navigability by dredging of Moju Chowdurier hat Launch ghat-Meghna River Route এর সর্বনিম্ন দরদাতা M/s Micromax & Associates Ltd কে বিআইডব্লিউটিএ এর স্মারক নং-D-U/S-74 (part-/129 তারিখ ৩০/০৭/০৫ মোতাবেক কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং ২৪/০৮/০৫ তারিখ চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তিপত্রে বিআইডব্লিউটিএ এর পক্ষে জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, সাবেক পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলী, ড্রেজিং বিভাগ এবং M/s Micromax & Associates ltd এর পক্ষে এর পরিচালক জনাব বিমল চন্দ্র ভদ্র স্বাক্ষর করেন। চুক্তি স্বাক্ষরের পর উক্ত প্রতিষ্ঠান মজু চৌধুরীর হাট লঞ্চ ঘাট হতে মেঘনা নদী রুটে প্রতি ঘনমিটার ১২২/- টাকা হিসাবে ২,০০,০০০ ঘনমিটার ড্রেজিং করবেন। দরপত্রে উল্লেখিত ১৬ ইঞ্চি Dia বিশিষ্ট দ্বারা কাজ সম্পন্নের নির্দেশ থাকায় এবং উক্ত প্রতিষ্ঠনের নিজস্ব ১৬ ইঞ্চি Dia বিশিষ্ট ড্রেজার না থাকায় তারা পানি উন্নয়ন বোর্ডের ড্রেজার ভাড়া করে ড্রেজিং কাজ সম্পাদন করেন। অনুসন্ধানকালে প্রধান প্রকৌশলী, ড্রেজার পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড নারায়নগঞ্জ কর্তৃক উল্লেখিত ড্রেজিং সংক্রান্তে প্রেরিত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, M/s Micromax & Associates Ltd এর সাথে পানি উন্নয়ন বোর্ডর চুক্তি নং-০১/২০০৫- ২০০৬/ তারিখ ১১/০৮/০৫ মোতাবেক মজু চৌধুরীর হাট লঞ্চ ঘাট হতে মেঘনা নদী রম্নটে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) ঘন মিটার ডেজিং কাজ করানোর জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। উক্ত চুক্তি মোতাবেক পানি উন্নয়ন বোর্ডর ড্রেজার দ্বারা প্রকল্প এলাকায় গত ১৫/০৯/২০০৫ হতে ২৭/১২/২০০৫ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সর্বমোট ৬৫,২১৩.৫৪ ঘনমিটার মাটি খননের জন্য চুক্তি অনুযায়ী পানি উন্নয়ন বোর্ডকে M/s Micromax & Associates Ltd বিল পরিশোধ করেছেন। অপরদিকে বিআইডবিস্নউটিএ এর ড্রেজিং বিভাগের উক্ত প্রকল্পের মজু চৌধুরীর হাট লঞ্চ ঘাট হতে মেঘনা নদী রুটে ড্রেজিং এর দরপত্র চুক্তি অনুযায়ী প্রতি ঘনমিটার ১১২.০০ টাকা হিসাবে ২,০০,০০০ ঘন মিটার মাটি ড্রেজিং করার কথা ছিল এবং ২,২৪,০০,০০০/- টাকার কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। M/s Micromax & Associates ltd সর্বমোট ১,৯৮,৪৪৬.৭৪ ঘনমিটার কাজের বিপরীতে ২,২২,৬,০৩৪.৮৮ টাকার বিল ভাউচার দাখিল করেন। বিআইডব্লিউটিএ এর সংশিস্নষ্ট কর্মকর্তা ও পরিচালক উক্ত পরিমান মাটি এমবি নং ডি,ইউ-১৭৩, এ লিপিবদ্ধ করে তদানুযায়ী

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		দাখিলকৃত বিলের ২,২২,৬,০৩৪.৮৮ টাকার বিপরীতে ভ্যাট, আইটি ও অন্যান্য কর্তন বাদে ২,০১,৭০,১২৬.৬৬ টাকা পরিশোদ করেন। অর্থ্যাৎ উক্ত প্রকল্পে নিয়োজিত ঠিকাদারকে অতিরিক্ত (১,৯৮,৪৪৬.৭৪-৬৫২১৩.৫৪) =১৩৩২৩৩.২০ ঘনমিটার মাটি খননের মূল্য বাবদ (১১২ × ১৩৩২৩৩.২০)=১,৪৯,২২,১১৮/- টাকা হতে আনুসাঙ্গিক ৯.২% কর্তন ১৩,৮০,২৯৫/৯৫ টাকা ১,৩৫,৪১,৮২২/৪৫ টাকা প্রকল্পে নিয়োজিত বিআইডব্লিউটিএ এর কর্মকর্তা আসামী (১) জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, (পুর) বিআইডব্লিউটিএ এবং প্রকল্প পরিচালক, গুরুত্বপূর্ণ ০৪টি নৌপথের নাব্যতা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প, পিতামৃত-তোফাজ্জল হোসেন, ২/৮/০ দারুছ সালাম রোড, টোলারবাগ, ঢাকা (২) জনাব মোঃ সানাউল্লাহ সাবেক সহকারী প্রকৌশলী, (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা, পিতা-কোবেদ আলী মন্ডল, হাউজ নং-৪৪/পি-২,/৫-৩, ঝিগাতলা, নতুনবাজার, ঢাকা (৩) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, উপ সহকারী প্রকৌশলী, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা, পিতামৃত-মোঃ কলিম উদ্দিন, গ্রাম- ঠিকানা-২৪২, রসুলপুর, দনিয়া, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা (৪) জনাব বিমল চন্দ্র ভদ্র, চাঁদপুর, ডাকঘর-সাহেদাপুর, উপজেলা-কচুয়া, জেলা-চাঁদপুর। বর্তমান পরিচালক M/s Micromax & Associates ltd, শরীফ ম্যানশন, ৫৬-৫৭ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা, পিতামৃত-ডঃ কৃষ্ণ চন্দ্র ভদ্র, গ্রাম-রাম কৃষ্ণ পুর, থানা-হোমনা, জেলা- কুমিল্লাদের যোগসাজসে আত্মসাত করায় দঃ বিঃ ৪০৯/৪০৬/৪৭৭(ক)/১০৯ তৎসহ ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক ঠিকাদারদের সাথে পরস্পর ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অত্র মামলা দায়ের করেন। অতঃপর এজাহারকারী সৈয়দ তাহসিসনুল হক, সহকারী পরিচালক, সমন্বিত জেলা অফিস, দুর্নীতি দমন কমিশন, ঢাকা-১ তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসাবে তদন্ত শেষে এজাহার বর্ণিত আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র নং- ১০৩, তারিখ- ০৭/০২/২০১২ দন্ডবিধির ৪০৯/৪০৭-ক/১০৯ এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারায় দাখিল করেন। বিগত ইংরেজী ১৫/০১/২০১৭ তারিখে বিচারিক আদালত কর্তৃক পরীক্ষান্তে ১২/২/২০১৭ যুক্তিতর্কে জন্য দিন ধার্য করা হয়। ১৫/০১/২০১৭ ইং তারিখে অত্র আপিলেন্ট এর পক্ষে ৩৪২ ধারায় পরীক্ষান্তে একটি লিখিত বক্তব্য দাখিল করা হয় যদিও বিচারিক আদালত কর্তৃক তা বিবেচনা করা হয় নি। যদিও ১৫/০১/২০১৭ইং তারিখের আদেশের বিচারিক আদালত উল্লেখ করেন যে অত্র আপীলেন্ট (আসামী) পক্ষ হতে কোন সাফাই সাক্ষী প্রদান করা হবে না। বিজ্ঞ বিশেষ জজ (জেলা জজ), বিশেষ জজ আদালত নং ৭, ঢাকা কর্তৃক বিশেষ মামলা নং ১৬/২০১২(মহানগর বিশেষ মামলা নং ৯৯/২০১২, মতিঝিল থানার মামলা নং ৬০ তারিখ ২১.০৩.২০১১, জি,আর মামলা নং ৬০/১৯৬ ধারা ৪০৯/৪৭৭(এ)/১০৯ দন্ডবিধি সহ ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি দমন প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা হতে উদ্ভুত) শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ১২.১০.২০১৭ তারিখে প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশে আসামী-আপীলকারী মোঃ সাইফুল ইসলাম-কে দোষী সাব্যস্থ করে দন্ডবিধি ৪০৯ ধারায় ৪(চার) বছর সশ্রম কারাদন্ড সহ ৫০,০০০/(পঞ্চাশ

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		হাজার) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ৬(ছয়) মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড, দন্ডবিধি ৪৭৭(ক) ধারায় ৩(তিন) বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং ২০,০০০/(বিশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ৩(তিন) মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় ৪(চার) বছর কারাদন্ডসহ ৬৭,৫০,০০০/(সাতষট্টি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড প্রদান করেন। উপরিল্লিখিত রায় ও দন্ডাদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে আসামী-আপীলকারী অত্র ফৌজদারী আপীলটি দায়ের করেন। আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব আজাহারউল্লাহ ভুইয়া সংগে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ জাফর সাদেক বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ আসিফ হাসান, দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। আসামী-আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব আজাহার উল্লাহ ভুইয়া যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে নিবেদন করেন যে, বিজ্ঞ নিম্ম আদালত ফৌজদারী কার্যবিধি ২২১, ২২২,২২৩ ধারার বিধান অনুযায়ী অভিযোগ গঠন না করে মনগড়াভাবে অভিযোগ গঠন করেন। আইনের বিধান হল ঘটনার তারিখ, ঘটনার সময় এবং কোন আসামীর বিরুদ্ধে কি অভিযোগ সুনির্দিষ্টভাবে অভিযোগে উল্লেখ করতে হয়। কিন্তু বিজ্ঞ নিম্ন আদালত ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ২২২ ধারার বিধান এর ব্যর্তয় ঘটিয়ে অভিযোগে ঘটনার তারিখ, ঘটনার সময় এবং কোন আসামীর বিরুদ্ধে কি অভিযোগ তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না করে অভিযোগ গঠন করেন। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, বি.আই.ডব্লিউ টি এর কোন কর্মকর্তা, কর্মচারী কোন প্রকার অভিযোগ দায়ের না করা স্বত্বেও বাদী নিজেই এজাহার দায়ের করে নিজেই মামলার তদন্ত ভার গ্রহন করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। বাদী পক্ষের পরীক্ষিত সাক্ষী পিডব্লিউ-১ যিনি মামলার বাদী এবং তিনি নিজেই তদন্তকারী কর্মকর্তা। পিডব্লিউ-২-৩ জব্দ তালিকার সাক্ষী। পিডব্লিউ-৪ জিম্মা নামার সাক্ষী। অত্র সাক্ষীর জবানবন্দী অনুযায়ী প্রতীয়মান যে, কাজ শেষে পূনরায় জরীপ হয় ইক্ত জরীপ করেন বুয়েট এর একজন অধ্যাপক রেজাউর রহমান। তার প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৯৯২১৮ ঘন মিটার ও হাইড্রোগ্রাফি সংঙ্গে উল্লেখ আছে ২০১৬১৮ ঘন মিটার, কিন্তু বিজ্ঞ বিচারিক আদালত উক্ত প্রতিবেদন সম্পর্কে সঠিক বিশ্লেষন না করে রায় প্রদান করেছেন। পিডব্লিউ-৫ তার জবানবন্দীতে উল্লেখ করেন “দুদুকের চাহিদা মোতাবেক আমি দুদক ঢাকায় এই মামলা সংক্রান্ত কাজের অফিসিয়াল ফাইল দাখিল করিয়াছি। ঐ ফাইলের যাবতীয় কাগজপত্রের ফটোকপি দুদক রাখিয়া মূল ফাইল ফেরত দিয়েছে। মূল ফাইল আজ আদালতে দাখিল করি।” তিনি আরো উল্লেখ করেন যে ”আজকে যে ফাইল আমি জমা দিলাম ঐ ফাইলে কি কি কাগজ আছে বলিতে পারিব না। উক্ত কাগজগুলি দুদকে জমা দেওয়ার জন্য নির্বহী প্রকৌশলী আমাকে পাঠাইয়াছে। কাগজ জমা দেওয়ার কোন লিষ্ট আমাকে নির্বহী প্রকৌশলী দেয় নাই। যে নির্বাহী প্রকৌশলী আমাকে দুদকে পাঠিয়েছে আমি তার অধীনে কর্মরত ছিলাম।”

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পিডব্লিউ-৬ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ড্রেজার মাস্টার উক্ত সাক্ষী উল্লেখ করেন যে, "আমি সাক্ষ্য দেওয়ার সময় আমার হাতে একটি চিরকুট ছিল। ঐ চিরকুট দেখে আমি মাটির পরিমান বলিয়াছি।" উক্ত জবানবন্দী হতে পরিষ্কার ভাবে প্রতীয়মান হয় যে মামলাটি উদ্দেশ্য প্রনোদীত ভাবে দায়ের করা হয়েছে কিন্তু বিজ্ঞ বিচারিক আদালত উক্ত বিষয় আলোচনা না করে মনগড়া ভাবে আসামী আপীলকারীকে সাজা প্রদান করেছেন। পিডব্লিউ-৮ সাব ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার বিআইডব্লিউটিএ। উক্ত সাক্ষী জেরায় উল্লেখ করেন "পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে মাইক্রোম্যাক্সের যে চুক্তি হয় ঐ চুক্তির বিষয়বস্তু আমি জানি না। চুক্তি পত্রের শর্তাবলী আমি জানি না। ৫/১২/২০০৫ ইং পর্যন্ত্ম ৫০,০০০/- ঘন মিটারের কিছু বেশী ড্রেজিং করা হয়। বাকী কাজ আমি চলিয়া আসার পর সমপন্ন হইয়াছে কি হয় নাই আমি জানিনা। আমার থাকাবস্থায় পঞ্চাশ হাজার ঘনমিটার ড্রেজিং হয়। আই ও এর কাছে যে পরিমাপের কথা বলিয়াছি উহা আমার শেষ কথা। মাইক্রোম্যাক্স চুক্তি মোতাবেক ড্রেজিং সম্পন্ন করে কিনা আমি জানি না কারণ আমি উক্ত প্রজেক্ট হইতে চলিয়া আসি।" এ সাক্ষী বাদীর অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, পিডব্লিউ-৯ বিআইডব্লিউটিএ এর পরিচালক উল্লেখ করেন যে, " আমি বি আই ডব্লিউ টি এ এর পরিচালক হিসাবে এর দায়িত্বে ছিলাম। ইং ২০০৪-২০০৫ সালে একটি প্রকল্প ৪(চার) টি গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ খনন প্রকল্পের অধীন মেঘনা নদীতে লক্ষীপুরের মজু চৌধুরীর হাট এলাকায় ড্রেজিং কাজ সম্পাদন করার ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স মাইক্রোম্যাক্স এসোসিয়েটস লিমিটেড মোট ২,০০,০০০/- ঘন মিটার মাটি কাটার জন্য ঐ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে বি আই ডব্লিউ টি এ চুক্তিবদ্ধ হয়। চুক্তির বিপরীতে ১,৯৮,৪৪৬ ঘনমিটার মাটি কাটার বিল চেকের মাধ্যমে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে পরিশোধ করা হয় যাহার নীট অর্থের পরিমান ২,০১,৭০,১২৬/- টাকা। পরে এই বিষয়ে মামলা হইলে আমি দুদকের তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে জবানবন্দী দিয়াছি।" জেরায় তিনি আরো উল্লেখ করেন "এই বিলের চেক প্রদানের জন্য চুড়ান্ত অনুমোদন আমি দিয়াছিলাম বিলেন সাথে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছিল যাহা আমি পর্যালোচনা করিয়া সঠিক পাই। ঐ বিল পরিশোধের ৬(ছয়) মাস পরে পিজি Performance guarantee এর ম্যাপ ও পরিশোধ করা হয়।" এ সাক্ষী বাদীর অভিযোগের স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান না করে আসামী পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেন। পিডব্লিউ-১০ তার জবানবন্দীতে উল্লেখ করেন যে " এই মামলার বিষয়ের সংশিষ্ট সময়ে আমি বিআইডব্লিউটিএ এর পরিচালক নিরীক্ষা হিসাবে কর্মরত ছিলেন। এবং এখনও একই পদে কর্মরত। অত্র মামলার ঘটনার সময় চারটি গুরুত্বপূর্ণ নৌপথের মধ্যে একটি লক্ষীপুরের মজু চৌধূরীর হাট এলাকায় মেঘনা নদীতে ড্রেজিং মাধ্যমে- ২,০০,০০০/- ঘন মিটার মাটি কাটার জন্য বিআইডব্লিউটিএ এবং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স মাইক্রোম্যাক্স এসোসিয়েটস লিঃ এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির আওতায় ১,৯৮,৪৪৬/- ঘনমিটার মাটি খননের চুড়ান্ত বিল বিআইডব্লিউটিএ এর হিসাব বিভাগে পেশ করা হইলে হিসাব বিভাগ কর্তৃক চুড়ান্ত বিল পরিশোধের পূর্বে নীরিক্ষা বিভাগে

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		প্রেরণ করা হয়। নিরীক্ষা বিভাগের প্রধান আমি ছিলাম। নিরীক্ষা বিভাগ হইতে ঐ বিল ও বিল সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পরীক্ষা পূর্বক নিরীক্ষা ছাড় পত্র দেওয়া হয়। পরে এই বিষয়ে দুদুকে মামলা। হইতে দুদকের তদন্তকারী কর্মকর্তা আমাকে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছে। এস বি প্রগ্রেস রিপোর্ট, বুয়েট এর প্রতিবেদন Monetary Committee এর রির্পোট পর্যালোচনা ও পরীক্ষা করিয়াছি। সকল কাগজপত্র সঠিক পাইয়া নিরীক্ষা ছাড়পত্র প্রদান করিয়াছি। অর্থাৎ এই সাক্ষীও বাদীর অভিযোগের বিপক্ষে তথা আসামীর পক্ষে জবানবন্দী প্রদান করেছেন। পিডব্লিউ-১১ সহকারী হিসাব কর্মকর্তা। তিনি উল্লেখ করেন " এই মামলার সংক্রান্ত প্রকল্পের সময় আমি বি আই ডলিউ টি এর সহকারী হিসাব কর্মকর্তা ছিলাম। লক্ষীপুর মজু চৌধুরীর হাট সংলগ্ন মেঘনা নদীর গুরম্নত্বপুর্ন নৌ পথের মাটি খননের জন্য বি আই ডব্লিউ টি এর সহিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স মাইক্রোম্যাক্স এ্যাসোসিয়েটস লিঃ এর সহিত চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ী তাহারা মাটি কাটেন অর্থাৎ নদী খনন করেন ২,০০,০০০/- ঘনমিটার মাটি কাটার কথা ছিল। ১,৯৮,৪৪৬/- ঘনমিটার মাটি কাটে। উক্ত মাটি কাটার বিল প্রকল্প বিভাগ হইতে প্রত্যয়ন করিয়া হিসাব বিভাগে পাঠান হইলে আমরা ঐ বিল পরীক্ষা করিয়া উহা নিরীক্ষা বিভাগে প্রেরণ করি। নিরীক্ষা ছাড়পত্র পাওয়া গেলে আমরা ২,০১,৭০,১২৬/- টাকা পরিশোধ করি। " এই সাক্ষীও বাদীর অভিযোগের বিপক্ষে জবানবন্দী প্রদান করেছেন। পিডব্লিউ-১৫ তদন্তকারী কর্মকর্তা। যিনি নিজেই বাদী। এই সাক্ষী উল্লেখ করেন যে, বি আই ডব্লিউ টি এ এর কর্মকর্তা গন এবং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের পরিমাপ বহি নং- ১৭৩ এর ১,৯৮,৪৪৬.৭৪ ঘন মিটার মাটি খননের কাজ লিপিবদ্ধ করে সরকারের ভ্যাট এবং আইটি কতৃক ১,৩৫,৪১,৮২২.৪৫ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করে দূর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে তারা পরিষ্কার যোগসাজসে উক্ত টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ প্রাথমিক ভাবে প্রমানিত হয়। সেখানে উক্ত সাক্ষী একাধীক আসামীর কথা উল্লেখ করেন কিন্তু বিজ্ঞ নিম্ম আদালত সাজা প্রদান করেন শুধু মাত্র আপীলকারী আসামীকে, উক্ত সাক্ষী জেরায় উল্লেখ করেন ". ২৮/০৬/২০০৬ইং তারিখের প্রতিবেদনের ৪ নং পাতায় ড্রেজিং ডালুনের পরিমান উল্লেখ আছে। ইঞ্জিনিয়ারিং মাপে ১৯২১৮ ঘনমিটার ও হাইড্রোগ্রাফি সংখ্যা উল্লেখ আছে। ২০১৬১৮ ঘনমিটারে উল্লেখ আছে। সত্য ে য, এমডিতে ১৯৮৪৪৬ ঘনমিটার উল্লেখ আছে সত্য। সত্য যে, সর্ব নিম্ন পরিমাপের বিল পরিশোধ করা হয়। পরিশোধিত বিলে ড্রেজিং বিভাগের প্রধান পকল্পটি আঃ মতিনের অনুমোদন আছে সত্য। আঃ মতিন এই মামলায় সাক্ষী নাই। সত্য যে, আঃ মতিন আমার এজাহার সমর্থন করে না বলে সে সাক্ষী নাই। তিনি তার জেরায় আরো উল্লেখ করেন, সত্য যে, ঐ প্রতিবেদন দিয়েছেন বুয়েটের অধ্যাপক মোঃ রেজাউর রহমান, পানি ও বন্যা ইনষ্ট্রিটিউট বিভাগ। সত্য যে, অধ্যাপক মোঃ রেজাউর রহমান কে আমি জিজ্ঞাসাবাদ করি নাই সত্য। সত্য নয় যে, অধ্যাপক মোঃ রেজাউর রহমানের প্রদত্ত প্রতিবেদন সঠিক। সত্য এবং নির্ভরযোগ্য। নৌ পরিবহন মন্ত্রনালয় হইতে গত ০২/০৬/২০০৫ইং তারিখে ৬(ছয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পুর্ন কমিটি গঠিত হয় সত্য। সত্য যে, উক্ত ৬(ছয়)

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		জনকে আমি জিজ্ঞাসাবাদ করি নাই। ১০(দশ) জন সাক্ষীর ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারার মতে জবানবন্দী রেকর্ড করি। সত্য যে, সাক্ষীরা কেউ তাদের জবানবন্দীতে আসামীগন কর্তৃক অর্থ আত্মসাতের কথা বলে নাই। সত্য যে, সাক্ষীগন তাদের ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬১ ধারার জবানবন্দীতে যোগসাজসী করার কথা ও ক্ষমতা অপব্যবহারের কথা বলে নাই। সত্য নয় যে, আসামীরা সকলেই নিরাপরাধ এবং নিদোর্ষ। সত্য নয় যে, আইনত পদ্ধতি অনুসরন না করে আসামী সাইফুল ইসলামসহ অন্যান্য আসামীদের বিরুদ্ধে অসত্য অভিযোগপত্র দাখিল করেছি।" এ সাক্ষী তার জেরায় উল্লেখ করেন যে তিনি তদন্তকালীন সময়ে ফৌজদারী কার্যবিধি ১৬১ ধারার বিধান অনুযায়ী ১০ জন সাক্ষীদের জবানবন্দী রেকড করেন কিন্তু কোন স্বাক্ষী তাদের জবান বন্দীতে আসামীগন কর্তৃক অর্থাৎ আত্মসাৎ করার কথা বা ক্ষমতার অপব্যবহার করার কথা বলে নাই। পরিশেষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আজাহার উল্লাহ ভূঁইয়া উপরিল্লিখিত যুক্তিতর্কের সমর্থনে ১৬ এম,এল,আর (এডি) পৃঃ ৩৮৬, ২৮ ডি,এল,আর (এডি) পৃঃ ৩৫, ১০ বি,সি,আর (এডি) পৃঃ ২৯০, ১১ বি,এল,ডি (এডি) পৃঃ ১০৮, ৬ বি,এল,সি (এডি) পৃঃ ১২৭ এবং ৫ ডি,এল,আর (হাইকোর্ট) পৃঃ ৫১৯ উপস্থাপন করেন। অত্র আপীল মেমোসহ নথী পর্যালোচনা করা হলো। আপীলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব আজাহার উল্লাহ ভুঁইয়া এবং দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ আসিফ হাসান এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম। **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ বিশেষ জজ আদালত নং-০৭, ঢাকা কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং-১৬/২০১২-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১২.১০.২০১৭ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ** *রাষ্ট্রপক্ষের মামলা সংক্ষেপে এই যে, দুনীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়-১ এর সহকারী পরিচালক, সৈয়দ তাহসিনুল হক, বিগত ২১.০৩.২০১১ তারিখে অত্র মামলার আসামী (১) জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, (পুর) বি আই ডব্লিউ, টি এ এবং প্রকল্প পরিচালক, গুরুত্বপূর্ণ চারটি নৌপথের নাব্যতা উন্নয়ন, শীর্ষক প্রকল্প, পিতা- মৃত তোফাজ্জল হোসেন, ২/৮/০ দারুসসালাম রোড, টোলারবাগ, ঢাকা (২) জনাব মোঃ সানাউল্লাহ, সাবেক সহকারী প্রকৌশলী, (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) বি আই ডব্লিউ, টি এ, পিতা- কোবেদ আলী মন্ডল, হাউজ নং-৪৪/পি-২/৫-৩, জিগাতলা, নতুনবাজার, ঢাকা (৩) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, উপসহকারী প্রকৌশলী, বি আই ডব্লিউ, টি এ, ঢাকা, পিতা- মৃত মোঃ কলিম উদ্দিন, গ্রাম- চাঁদপুর, ডাকঘর-সাহেদাপুর, উপজেলা-কচুয়া, জেলা চাঁদপুর, বর্তমানে ২৪২- রসুলপুর, দনিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা, (৪) জনাব বিমল চন্দ্র ভদ্র, M/S*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		Micromax & Associates Ltd, শরীফ ম্যানশন, ৫৬-৫৭, মতিঝিল, বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা, পিতা-মৃত ড. কৃষ্ণ চন্দ্র ভদ্র, গ্রাম-রামকৃষ্ণপুর, থানা-হোমনা, জেলা-কুমিল্লা, দের বিরুদ্ধে অফিসার ইনচার্জ, মতিঝিল মডেল থানা বরাবরে একটি লিখিত এজাহার দায়ের করেন। উক্ত এজাহারে তিনি উল্লেখ করেন যে, গুরুত্বপূর্ণ চারটি নৌপথের নাব্যতা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতাধীন বেসরকারী ড্রেজার নিয়োগের নিমিত্তে চারটি লটে প্রকাশিত দরপত্রের মধ্যে Lot no-4, Development of navigability by dredging of Moju Chowdurier hat Launch ghat- Meghna River Route এর সর্বনিম্ন দরদাতা M/S Micromax & Associates Ltd, কে বি আই ডব্লিউ, টি এ স্মারক নং-উ-ট/ঝ-৭৪ (part)/১২৯, তারিখ ৩০.০৭.২০০৫ মোতাবেক কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং বিগত ২৪.০৮.২০০৫ তারিখে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিপত্রে বি আই ডব্লিউ, টি এ, পক্ষে মোঃ সাইফুল ইসলাম, সাবেক পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলী ড্রেজিং বিভাগ, এবং M/S Micromax & Associates Ltd, এর পক্ষে পরিচালক বিমল চন্দ্র ভদ্র স্বাক্ষর করেন। চুক্তি অনুযায়ী মজু চৌধুরীর হাট লঞ্চ ঘাট হইতে মেঘনা নদীর রুটে প্রতি ঘন মিটার ১১২ টাকা হিসাবে ২০০০০০ ঘন মিটার ১৬ ইঞ্চি Dia বিশিষ্ট ড্রেজার দ্বারা ড্রেজিং এর চুক্তি হয়। M/S Micromax & Associates Ltd, এর ১৬ ইঞ্চি Dia বিশিষ্ট ড্রেজার না থাকায় তাহারা পানি উন্নয়ন বোর্ডের ড্রেজার ভাড়া করিয়া ড্রেজিং কাজ সম্পাদন করেন। অনুসন্ধান কালে জানিতে পারেন, M/S Micromax & Associates Ltd, এর সাথে পানি উন্নয়ন বোর্ডের মজু চৌধুরীর হাট লঞ্চ ঘাট হইতে মেঘনা নদীর রুটে ১০০০০০ ঘন মিটার ড্রেজিং কাজ করার জন্য গত ১১.০৮.২০০৫ তারিখে ১/২০০৫ চুক্তি সম্পাদিত হয়। উক্ত চুক্তি অনুযায়ী পানি উন্নয়ন বোর্ডের ড্রেজার দ্বারা গত ১৫.০৯.২০০৫ হইতে ২৭.১২.২০০৫ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ৬৫২১৩.৫৪ ঘন মিটার খননের জন্য M/S Micromax & Associates Ltd, কর্তৃক পানি উন্নয়ন বোর্ডকে বিল পরিশোধ করা হয়। বি আই ডব্লিউ টি এ, এর সাথে M/S Micromax & Associates Ltd, এর ২০০০০০ ঘনমিটার মাটি ড্রেজিং করার জন্য ২,২৪,০০,০০০/- টাকার কার্যাদেশ প্রদান করা হইলে M/S Micromax & Associates Ltd, কর্তৃক ১,৯৮,৪৪৬.৭৪ ঘন মিটার কাজের বিপরীতে ২,২২,৬,০৩৪.৮৮/- টাকার বিল ভাউচার দাখিল করা হইলে, বি আই ডব্লিউ টি এ, এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও পরিচালক উক্ত পরিমান মাটি এম বি নং-ডি, ইউ-১৭৩ এ লিপিবদ্ধ

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পূর্বক উক্ত ২,২২,৬,০৩৪.৮৮/- টাকার বিপরীতে ভ্যাট, আইটি ও অন্যান্য কর্তন বাদে ২,০১,৭০,১২৬.৬৬/- টাকার বিল পরিশোধ করেন। বি আই ডব্লিউ টি এ, এর কর্মকর্তাগন উক্ত প্রকল্পের নিয়োজিত ঠিকাদারকে (১,৯৮,৪৪৬.৭৪-৬৫২১৩.৫৪)=১৩৩২৩৩.২০ ঘন মিটার মাটি খননের জন্য ১১২ টাকা হারে ১১২ X ১৩৩২৩৩.২০=১,৪৯,২২,১১৮ টাকা ধরিয়া উহা হইতে আনুসাঙ্গিক ৯.২% কর্তন করত: ১৩,৮০,২৯৫/৯৫ টাকা বাদে ১,৩৫,৪১,৮২২/৪৫ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করায় এবং ঠিকাদারের সাথে পরস্পর যোগসাজসে এম,বিতে মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করে উক্ত টাকা আত্মসাৎ করায় তিনি উক্ত লিখিত এজাহারটি দায়ের করেন। *বাদীর উক্ত লিখিত এজাহারের প্রেক্ষিতে মতিঝিল থানায় ডিউটি অফিসার, এস আই ইমরুল জাহান বিগত ২১.০৩.২০১১ তারিখে ৪০৯/৪০৬/৪৭৭ এ/১০৯ তদ সহ ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় মামলাটি রুজু করেন এবং মামলাটি দুর্নীতি দমন কমিশন তদন্ত করিবেন মর্মে এফ আই আর কলামে উল্লেখ করেন। অত:পর মামলাটির তদন্তভার সৈয়দ তাহসিনুল হক, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়-১ এর উপর ন্যস্ত হইলে, তিনি মামলার তদন্তভার গ্রহন করিয়া ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। রেকর্ডপত্র জব্দ করেন। আসামী ও সাক্ষীদের গৃহীত জবানবন্দী পর্যালোচনা করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তকালে জানিতে পারেন বি আই ডব্লিউ টি এ, এর সাথে চুক্তি সম্পাদিত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান M/S Micromax & Associates Ltd, উক্ত ড্রেজিং করার জন্য ড্রেজার পরিদপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ড নারায়নগঞ্জ এর সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। সে মোতাবেক M/S Micromax & Associates Ltd, কর্তৃক ড্রেজার পরিদপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ড, নারায়নগঞ্জের সাথে ১০০০০০ ঘন মিটার ড্রেজিং চুক্তি করিয়া ৬৫২১৩.৫৪ ঘনমিটার ড্রেজিং বাবদ ৬০,৮২,৪৪৬.৪৭ টাকার বিল পরিশোধ করা হয়। এ ক্ষেত্রে বি আই ডব্লিউ টি এ, এর কর্মকর্তাগন এম বি হিসাব নং-১৭৩ এ ১৯৮৪৪৬.৭৪ ঘনমিটার মাটি ড্রেজিং এর মিথ্যা হিসাব লিপিবদ্ধ করিয়া ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান M/S Micromax & Associates Ltd, কর্তৃক মিথ্যা বিল ভাউচারের মাধ্যমে ১৯৮৪৪৬.৭৪ ঘনমিটার মাটি ড্রেজিং বাবদ অর্থাৎ ১৯৮৪৪৬.৭৪-৬৫২১৩.৫৪= ১,৩৩,২৩৩.২০ ঘনমিটার মাটি খনন মূল্য বাবদ ১১২ X ১,৩৩,২৩৩.২০= ১,৪৯,২২,২১৮/- টাকা হতে কর্তন বাবদ ১৩৮০২৯৫.৯৫ টাকা বাদে অর্থাৎ ১,৪৯,২২,২১৮-১৩৮০২৯৫.৯৫= ১,৩৫,৪১,৮২২.৪৫*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		টাকা পরস্পর যোগসাজশে দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার পূর্বক প্রদান করিয়া উহা আত্মসাৎ করার অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় তিনি আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিলের সুপারিশ করিয়া দুর্নীতি দমন কমিশন বরাবরে সাক্ষ্য স্মারক দাখিল করেন। এ প্রেক্ষিতে দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর স্মারক নং-দুদক/বিঃ অনু ও তদন্ত-১/সি-০৭/২০১১/ঢাকা মেট্রো/২৬০৯ তারিখ ৩০.০১.২০১২ মোতাবেক চার্জশিট দাখিলের অনুমোদন দেওয়া হইলে তিনি এজাহারে উল্লেখিত আসামীদের বিরুদ্ধে মতিঝিল থানার অভিযোগপত্র নং-১০৩ তারিখ ০৭.০২.২০১২ ধারা ৪০৯/৪৭৭এ/১০৯ সহ ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অভিযোগপত্র দাখিল করেন। এ প্রেক্ষিতে বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট নথী বিজ্ঞ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট বরাবরে প্রেরন করিলে বিজ্ঞ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট বিগত ১৭.০৪.২০১২ তারিখে নথী বিজ্ঞ মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ ও মহানগর দায়রা জজ বরাবরে প্রেরণ করিলে বিজ্ঞ মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ কর্তৃক বিগত ০৮.০৫.২০১২ তারিখে আসামীদের বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৪০৯/৪৭৭এ/১০৯ ধারা সহ ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অভিযোগ আমলে গ্রহন করেন ও মামলায় চার্জ শুনানীর জন্য দিন ধার্য করেন। অতঃপর বিগত ২৪.০৬.২০১২ তারিখে আসামীদের বিরুদ্ধে বর্ণিত ধারায় চার্জ গঠন করতঃ মামলায় সাক্ষ্য গ্রহনের জন্য দিন ধার্য করেন। পরবর্তীতে বিজ্ঞ মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ এর বিগত ০৭.০৮.২০১২ তারিখের আদেশে মামলাটি বিচার ও নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ জজ আদালত-৭ এ বদলী করা হয়। অত্র মামলার বিচারামলে রাষ্ট্র/দুদক পক্ষে সর্বমোট ১৫ জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করেন। রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহন শেষে আসামীদেরকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হইলে আসামীগন নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করেন এবং কোন সাফাই সাক্ষী দিবেন না মর্মে জানাইলে মামলায় যুক্তিতর্ক শুনানীর জন্য দিন ধার্য করা হয়। ***বিচার্য বিষয়*** *১। রাষ্ট্র পক্ষ, আসামীদের বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৪০৯/৪৭৭ক/১০৯ এবং ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমান করিতে সক্ষম হইয়াছে কি?* *২। বর্নিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে আসামীগন শাস্তি পাওয়ার যোগ্য কি?* ***আলোচনা ও সিদ্ধান্ত*** *পারস্পরিক আলোচনার সুবিধার্থে ১-২ নং বিচার্য বিষয়াবলি একত্রে গ্রহন করা হইল। অত্র মামলায় রাষ্ট্র পক্ষের দাবীর স্বপক্ষে পি.ডব্লিউ-১ হিসাবে*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		এজাহারকারী সৈয়দ তাহসিনুল হক, পি.ডব্লিউ-২ হিসাবে দুর্নীতি দমন কমিশনের এ এস আই মোঃ আব্দুল মতিন, পি.ডব্লিউ-৩ হিসাবে বি আই ডব্লিউ টি এর পিয়ন মোঃ দুলাল চন্দ্র মজুমদার, পি.ডব্লিউ-৪ হিসাবে বি আই ডব্লিউ টি এর ড্রেজিং বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ সাইদুর রহমান, পি.ডব্লিউ-৫ হিসাবে পানি উন্নয়ন বোর্ডের নারায়নগঞ্জের উপসহকারী প্রকৌশলী মোঃ আমির হোসেন, পি.ডব্লিউ-৬ হিসাবে পানি উন্নয়ন বোর্ডের ড্রেজার মাস্টার মোঃ সুলতান, পি.ডব্লিউ-৭ হিসাবে, পানি উন্নয়ন বোর্ডের ড্রেজার ড্রাইভার মোঃ আকবর আলী মিয়া, মিয়া, পি.ডব্লিউ-৮ হিসাবে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাব ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার মোঃ সাইফুল ইসলাম, পি.ডব্লিউ-৯ হিসাবে বি আই ডব্লিউ টি এর হিসাব বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত পরিচালক জনাব সিরাজ উদ্দিন আহাম্মেদ ভুইয়া, পি.ডব্লিউ-১০ হিসাবে বি আই ডব্লিউ টি এর পরিচালক, নিরীক্ষা মোঃ আবুল কাশেম, পি.ডব্লিউ-১১ হিসাবে বি আই ডব্লিউ টি এর সহকারী পরিচালক, নিরীক্ষা মোঃ আব্দুল মালেক, পি.ডব্লিউ-১২ হিসাবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড নারায়নগঞ্জের ড্রেজার পরিদপ্তরের অবসর প্রাপ্ত তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ মাহামুদুল আমিন খান, পি.ডব্লিউ-১৩ হিসাবে পানি উন্নয়ন বোর্ড, নারায়নগঞ্জ, ড্রেজার পরিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ, পি ডব্লিউ-১৪ হিসাবে পানি উন্নয়ন বোর্ড নারায়নগঞ্জের ড্রেজার পরিদপ্তরের অবসর প্রাপ্ত উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মোঃ খোরশেদ আলম, এবং পি ডব্লিউ-১৫ হিসাবে তদন্তকারী কর্মকর্তা সৈয়দ তাহসিনুল হক, উপ-পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, টাঙ্গাইল, সাক্ষ্য প্রদান করেন। *পি ডব্লিউ-১ কর্তৃক এজাহারটি প্রদর্শনী-১, এজাহারে তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১/১, গত ২৮.০২.২০১১ তারিখের এজাহার দায়েরের অনুমোদন পত্র প্রদর্শনী-২, গত ৩০.০১.২০১২ তারিখের চার্জশিট দাখিলের অনুমোদনপত্র প্রদর্শনী-৩, ০৭.০৬.২০১১ তারিখের জব্দ তালিকা প্রদর্শনী-৪, উহাতে পি ডব্লিউ-১ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৪/১, ০৭.০৬.২০১১ তারিখের জিম্মানাম প্রদর্শনী-৫, উহাতে পি ডব্লিউ-১ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৫/১, ২৭.০৭.২০১১ তারিখের জব্দ তালিকা প্রদর্শনী-৬, উহাতে পি ডব্লিউ-১ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৬/১, উহাতে পি ডব্লিউ-২ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৬/২, উহাতে পি ডব্লিউ-৩ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৬/৩, ২৭.০৭.২০১১ তারিখের জিম্মানামা প্রদর্শনী-৭, জিম্মানামায় পি ডব্লিউ -১ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৭/১, উহাতে পি ডব্লিউ-৪ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৭/২, ডি/৫-৭৪ (৯৬-১) অংশ নথী প্রদর্শনী-৮, পরিমাপ বহি নং-১৭৩ প্রদর্শনী-৯, বিগত ১১.০৮.২০০৫ তারিখের চুক্তিপত্র প্রদর্শনী-১০,*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		উহাতে পি ডব্লিউ-১২ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১০/১, চুক্তিপত্রে পি ডব্লিউ-১৩ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১০/২, জয়েন্ট সার্ভের ইনস্টলমেন্ট প্রদর্শনী-১১, উহাতে পি ডব্লিউ-১২ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১১/১, উহাতে পি ডব্লিউ-১৩ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১১/২, ২৯.১১.২০০৫ তারিখের বিল প্রদর্শনী-১২, উহাতে পি ডব্লিউ-১২ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১২/১, যুক্তে চিহ্নিত করেন। *পি ডব্লিউ-১ হিসাবে সৈয়দ তাহসিনুল হক, তাহার জবান বন্দীতে বলেন, তিনি গত ২১.০৩.২০১১ ইং তারিখে রমনা থানায় এই মর্মে এজাহার দায়ের করেন যে, BIWTA এর ৪টি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথের নাব্যতা উন্নয়ন প্রকল্পের বেসরকারী ড্রেজার নিয়োগের জন্য ৪টি লটে দরপত্র আহবান করা হয়। লট নং ৪ এ মজু চৌধুরী লঞ্চ ঘাট হইতে মেঘনা নদীর ঘাটে সর্ব্ব নিম্ন দরদাতা হিসাবে মেসার্স মাইক্রোমেক্স এন্ড এসোসিয়েটস লিঃ কার্যাদেশ প্রাপ্ত হয়। সেই মোতাবেক কর্তৃপক্ষ ও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চুক্তি পত্র হয়। মেসার্স মাইক্রোমেক্স কোং এর নিজস্ব কোন ১৬" ড্রেজার না থাকায় তাহারা পানি উন্নয়ন বোর্ড হইতে সরকারী ড্রেজার ভাড়া করিয়া উক্ত রুটে নদী খনন করার জন্য এক লক্ষ ঘন মিটার মাটি খননের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। তদানুযায়ী পানি উন্নয়ন বোর্ডের উক্ত ড্রেজার সর্বমোট ৬৫২১৩.৫১ ঘনমিটার মাটি খনন করেন এবং মেসার্স মাইক্রোমেক্স এন্ড এসোসিয়েটস লিঃ এর পরিচালক বিমল চন্দ্র ভদ্র উক্ত ঘনমিটারের টাকা পানি উন্নয়ন বোর্ড বরাবরে পরিশোধ করেন। BIWTA এর চুক্তি অনুযায়ী দুই লক্ষ ঘনমিটার মাটি কাটার কথা থাকিলে ও BIWTA এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগন তাহাদের পরিমাপ বহি ১৭৩ এ ১৩৩২৩৩.০০ ঘনমিটার মাটি খননের কাজ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত মাটি খননের বিল বাবৎ সর্বমোট= ১,৩৫,৪১,৮২২.৪৫ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, পানি উন্নয়ন বোর্ডের ড্রেজার ব্যতিত অন্য কোন ১৬" ইঞ্জি ডায়া বিশিষ্ট ড্রেজার দ্বারা =৬৫২১৩.৫১ ঘনমিটার মাটি খনন করিয়াছেন এমন কোন পরিমাপ কিংবা কাগজপত্র/রেকর্ড পত্র দাখিল করিতে পারেন নাই। তিনি উল্লেখিত কারনে আসামীর বিরুদ্ধে দুদকের অনুমতি ক্রমে এই এজাহার দায়ের করেন। উক্ত সাক্ষী তাহার জবানবন্দীতে আরো উল্লেখ করেন যে, পরবর্তীতে তিনি কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এ মোকদ্দমা তদন্ত করেন। অত্র মামলার তদন্তকালে BIWTA এর কাছ হইতে মামলা সংক্রান্ত কাগজপত্র জব্দ করেন। পানি উন্নয়ন বোর্ড হইতে কাগজপত্র জব্দ করেন। জব্দকৃত আলামত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জিম্মায় প্রদান করেন। আসামী ও সাক্ষীদের বক্তব্য ফৌঃ কাঃ বিধির ১৬১*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ধারায় লিপিবদ্ধ করেন। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়া ০৪.০৯.২০১১ ইং তারিখে এজাহারে বর্ণিত আসামীদের বিরুদ্ধে এজাহারে উল্লেখিত টাকার আত্মসাতের দায়ে এজাহার বর্ণিত ধারায় চার্জশীট দাখিলের সুপারিশে সাক্ষ্য স্মারক কর্তৃপক্ষ বরাবরে দাখিল করেন। পরবর্তীতে দুদক প্রধান কার্যালয় ঢাকার স্মারক নং ২৬০৯ তাং ৩০.০১.২০১২ ইং মোতাবেক চার্জশিট দাখিলের অনুমোদন প্রাপ্ত হইয়া মতিঝিল থানার চার্জশীট নং ১০৩ তাং ০৭.০২.২০১২ আদালতে দাখিল করেন। *আসামী পক্ষের জেরায় উক্ত সাক্ষী বলেন, দুদকের মামলা দায়েরের পূর্বে অনুসন্ধান করিতে হয়। কমিশনের অনুমতি নিয়া এ মামলা দায়ের করেন ইহা এজাহারে নাই। তিনি এ মামলার অনুসন্ধান করিয়াছেন। অনুসন্ধান কালে তিনি BIWTA এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের মধ্যে BIWTA এর মতিঝিল ঢাকার অফিসে যান। অনুসন্ধান কালে BIWTA এর মতিঝিল অফিস ছাড়া অন্য কোন অফিসে তিনি যান নাই। পত্রিকার খবরের উপর ভিত্তি করিয়া কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তিনি অনুসন্ধান কাজ শুরু করেন। উক্ত বিষয় এজাহারে উল্লেখ করেন নাই। অনুসন্ধানের জন্য কর্তৃপক্ষের নির্দেশ সংক্রান্ত পত্র নং এজাহারে উল্লেখ করেন নাই। এজাহার সংযুক্ত শব্দ সহ লাইনটি তাহার হাতে লেখা। ইহা সত্য নয় যে, তিনি কোন অনুসন্ধান না করিয়া সম্পূর্ন অসৎ উদ্দেশ্যে আসামীদের হয়রানী করার জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া মিথ্যা এজাহার করিয়াছেন এবং আসামীগন তাহার চক্রান্তে শিকার এবং আসামীগন সম্পূর্ন নির্দোষ। ঠিকাদার এবং BIWTA এর মধ্যকার উক্ত চুক্তি পত্রের কথা এজাহারে উল্লেখ আছে। কিন্তু চুক্তি পত্র পর্যালোচনার কথা এজাহারে নাই।* *তিনি অনুসন্ধানকালে কোন কাগজপত্র জব্দ করেন নাই। তবে BIWTA এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড নারায়নগঞ্জ অফিস হইতে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের ফটোকপি সংগ্রহ করিয়াছেন। এই মামলার ৪নং আসামী বিমল চন্দ্র ভদ্র ঠিকাদার এজাহারে কাগজপত্রের ফটোকপি সংগ্রহ করেন তাহা লেখা নাই। অনুসন্ধানকালে আসামী বিমল চন্দ্র ভদ্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। বিমল চন্দ্র ভদ্র তাহার Contract এর ফটোকপি তাহাকে দিয়াছিলেন। ইহা সত্য নহে যে, বিমল চন্দ্র ভদ্র সিরাজ ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটি কাগজ দিয়াছিলেন। আসামীকে সনাক্ত করিয়া সাক্ষী বলেন কিন্তু ফতুল্লা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে লিখিয়াছিলেন যে, ঐ রকম প্রতিষ্ঠান আছে কিনা, এবং ফতুল্লা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাহাকে ইং ২০.১১.২০১০ তারিখ প্রতিবেদন দেয় যে, ঐ ঠিকানায় সিরাজ ইঞ্জিনিয়ারিং নামের প্রতিষ্ঠান এবং মালিক আলম কে খুজিয়া পাওয়া যায় নাই। এই সেই প্রতিবেদন (প্রদঃ)। এজাহারে উল্লেখ নাই যে,*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ঠিকদার বিমল চন্দ্র ভদ্র মিথ্যা কাগজপত্র দিয়াছে। ইহা সত্য নহে যে, তিনি এজাহারে মিথ্যা লিখিয়াছেন যে, পানি উন্নয়ন বোর্ডের ড্রেজার ছাড়া অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের ড্রেজার দ্বারা কাজ করিয়াছেন তাহার কোন কাগজপত্র প্রদান করিতে মেসার্স মাইক্রোমেক্স এসোসিয়েটস ব্যর্থ হন। ইহা সত্য নহে যে, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান পানি উন্নয়ন বোর্ডের ড্রেজার এবং অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের ড্রেজার সকল কাজ সুন্দরভাবে সম্পন্ন করিয়াছে, কিন্তু তিনি কাগজপত্র পর্যালোচনা না করিয়া মিথ্যা এজাহার দায়ের করিয়াছেন। *পি ডব্লিউ-২ হিসাবে মোঃ আবদুল মতিন, তাহার জবানবন্দীতে বলেন, গত ২৭.০৭.২০১১ ইং তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় তাহাদের দুদক অফিসে সহকারী পরিচালক তাহসিনুল হক মতিঝিল থানার মামলা নং ৬০(৩)১১ সংক্রান্ত সাইদুর রহমানের নিকট হইতে কিছু কাগজপত্র তাহার সামনে জব্দ করেন। জব্দ তালিকায় তাহার স্বাক্ষর আছে। উক্ত সাক্ষী জব্দ তালিকার তাহার স্বাক্ষরটি যথাযথভাবে চিহ্নিত করেন।* *জেরায় উক্ত সাক্ষী বলেন, সহকারী পরিচালক তাহসিনুল হক তাহার উর্ধ্বতন অফিসার। তাহার নির্দেশে তিনি জব্দ তালিকায় স্বাক্ষর করিয়াছেন।* *পি ডব্লিউ-৩ হিসাবে দুলাল চন্দ্র মজুমদার, তাহার জবানবন্দীতে বলেন, গত ২৭.০৭.২০১১ ইং তারিখে তিনি নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ সাইদুর রহমানের সাথে দুদক কার্যালয়ে যান। তাহাদের অফিস হইতে কিছু কাগজপত্র দুদক অফিসে নেওয়া হয়। তার পর ঐ কাগজপত্র আবার তাহাদের অফিসে নিয়া আসেন। ঐ কাগজপত্র দুদক কর্মকর্তা জব্দ করিয়াছেন। জব্দ তালিকায় তিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন। উক্ত সাক্ষী জব্দ তালিকার তাহার স্বাক্ষরটি যথাযথভাবে চিহ্নিত করেন।* *জেরায় উক্ত সাক্ষী বলেন, নির্বাহী প্রকৌশলী সাইদুর রহমান তাহার উর্দ্ধতন কর্মকর্তা। তিনি যে কাগজপত্র তাহাকে দিয়াছে তার নির্দেশ মোতাবেক ঐ কাগজপত্র তিনি নিয়াছেন। এছাড়া তিনি আর কিছু জানেন না।* *পি ডব্লিউ-৪ হিসাবে মোঃ সাইদুর রহমান, তাহার জবানবন্দীতে বলেন, মতিঝিল থানার মামলা নং ৬০, তাং ২১.০৩.২০১১ ইং এই মামলা সংক্রান্ত নথী পত্র দুদকের সহকারী পরিচালক তাহসিনুল হকের কাছে তিনি দুদক কার্যালয়ে তাহার চাহিদা মতে উপস্থাপন করিয়াছেন। তিনি ২৭.০৭.২০১১ ইং তারিখে উক্ত নথীপত্র জব্দ করিয়া তাহার জিম্মায় দেন। জিম্মানামায় তাহার সাক্ষর আছে। উক্ত সাক্ষী জিম্মানামাটি যথাযথভাবে চিহ্নিত করেন। তাহার জিম্মায় থাকা আলামত কাগজপত্র আদালতে আনিয়াছেন। উক্ত কাগজ পত্র আদালতে আজ দাখিল করিবেন।*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		জেরায় উক্ত সাক্ষী বলেন, তিনি এই মামলার ঘটনার সময় একই বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী ছিলেন। এই মামলার এজাহার বর্ণিত ৪টি লটের মধ্যে তিনি সম্ভবত লট নং ০১ এ কর্মরত ছিলেন। তিনি বর্তমানে নির্বাহী প্রকৌশলী। ঠিকাদার প্রাইভেট ড্রেজার নিতে পারিবেনা এরুপ কোন কিছু তাহাদের চুক্তিতে লেখা থাকে না। ড্রেজিং কার্যক্রম শুরুর আগে সরেজমিনে মেশিনের মাধ্যমে হাইড্রোগ্রাফি জরীপ করা হয়। কাজ শেষে পুনরায় চুড়ান্ত হাইড্রোগ্রাফি জরীপ করা হয়। উভয় জরীপের মাধ্যমে মাটি কাটার পরিমান নির্নয় করা হয়। তাহাদের মাটি কাটার এবং পরিমাপ ও পরিমান নির্নয়ের বিষয়ে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্ভে টিম পুনঃ জরীপ করে। তার পর চুড়ান্ত রিপোর্ট দেওয়ার পর চুড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়। বিল পরিশোধের বিষয়ে বি আই ডব্লিউ টি এর মনিটরিং কমিটির সুপারিশ প্রয়োজন হয়। মনিটরিং কমিটিতে ৫/৬ জন লোক থাকে। বি আই ডব্লিউ টি এর পরিচালক ঐ কমিটির প্রধান থাকে। দুদকের সহকারী পরিচালকের মৌখিক চাহিদা মোতাবেক তিনি কাগজপত্র সরবরাহ করিয়াছেন। নথী নং ডি/৫-৭৪ (৯৬-১)অংশ দাখিল করিলেন। উক্ত নথী প্রদর্শনী-৮ হতে পরিমাপ বহি নং ১৭৩ দাখিল করিলেন। উহা প্রদর্শনী-০৯ যুক্তে চিহ্নিত। তাহার দাখিলী নথীতে কি কি কাগজপত্র আছে বলিতে পারিবেন না। উক্ত নথী আগেই আদালতে জমা দিয়াছেন। ইহা সত্য নয় যে, নালিশী প্রকল্পের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তাহার দাখিলী নথীতে নাই। প্রকল্পে কয়টি রানিং বিল হয় তিনি জানেন না। *পি ডব্লিউ-৫ হিসাবে মোঃ আমির হোসেন তাহার জবানবন্দীতে বলেন, এই মামলার ঘটনার সময় তিনি পানি উন্নয়ন বোর্ড ঢাকার এম ই পরিদপ্তর তেজগাঁওয়ে কর্মরত ছিলেন।* *পরবর্তীতে ২০১০ ইং সালে তিনি নারায়নগঞ্জ ড্রেজিং পরিদপ্তরে বদলী হইয়া আসেন। দুদকের চাহিদা মোতাবেক তিনি দুদক ঢাকায় এই মামলা সংক্রান্ত কাজের অফিসিয়াল ফাইল দাখিল করিয়াছেন। ঐ ফাইলের যাবতীয় কাগজপত্রের ফটোকপি দুদক রাখিয়া মুল ফাইল ফেরত দিয়াছে। মুল ফাইল আজ আদালতে দাখিল করিবেন। দুদকের চাহিদা পত্র তাহার নামে পাঠায় নাই। দুদক চাহিদাপত্রে কি কি কাগজ চাহিয়াছে ঐ চাহিদাপত্র এখন দেখাইতে পারিবেন না। উহা অফিসে আছে। উক্ত ফাইল কে তাহাকে দিয়া দুদকে পাঠায় ঐ চিঠি এখন তাহার কাছে নাই। পরে দাখিল করিবেন। আজকে যে ফাইল তিনি জমা দিলেন ঐ ফাইলে কি কি কাগজ আছে বলিতে পারিবেন না। উক্ত কাগজগুলি দুদকে জমা দেওয়ার জন্য তাহার নির্বাহী প্রকৌশলী তাহাকে পাঠাইয়াছে। কাগজ জমা দেওয়ার কোন লিষ্ট তাহাকে নির্বাহী প্রকৌশলী দেয়*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		নাই। যে নির্বাহী প্রকৌশলী তাহাকে দুদকে পাঠায় তিনি তার অধীনে কর্মরত ছিলেন। ইহা সত্য নয় যে, নির্বাহী প্রকৌশলী তাহার একসেট বানানো কাগজ দিয়া তাহাকে দুদকে প্রেরণ করে এবং তার নির্দেশে ঐ বানানো কাগজ দুদকে জমা দিয়াছেন। *পি ডব্লিউ-৬ মোঃ সুলতান তিনি তাহার জবানবন্দীতে বলেন, তিনি এই মামলার ঘটনার সময় নারায়নগঞ্জে পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ড্রেজার মাষ্টার ছিলেন। অফিস হইতে আদেশ পাইয়া ড্রেজার নিয়া লক্ষীপুর যান ড্রেজিং করিবার জন্য। ঐ খানে ৬৫২১৩/৫১ ঘনমিটার ড্রেজিং করিয়াছেন। ১৫.০৯.২০০৫ ইং হইতে ২৭.১২.২০০৫ ইং পর্যন্ত ড্রেজিং কাজ করিয়াছেন।* *জেরায় উক্ত সাক্ষী বলেন, মাটি ড্রেজিং করার পর তিনি পরিমাপ করেন না। পরিমাপ করে তাহার ইঞ্জিনিয়ার সাহেব। তিনি ড্রেজিং মেশিন পরিচালনা করেন। একটি ড্রেজিং মেশিন একদিনে কি পরিমান মাটি কাটিতে পারে ঐ হিসাব তিনি দিতে পারিবেন না।* *পি ডব্লিউ-৭ আকবর আলী মিয়া তাহার জবান বন্দীতে বলেন, ২০০৫ ইং সালের অনুমান ১৫.০৯.২০০৫ ইং হইতে ২৭.১২.২০০৫ ইং পর্যন্ত লক্ষীপুর মজু চৌধুরীর ঘাটে ড্রেজার মেশিন দিয়া ৬৫২১৩ ঘনমিটার মাটি কাটিয়াছেন। উক্ত মাটি কাটার কাগজপত্র অফিসে দাখিল করা আছে।* *জেরায় উক্ত সাক্ষী বলেন, তিনি এখনো ড্রেজার মেশিনের ড্রাইভার। ড্রেজার মেশিনে প্রতি ঘন্টায় ২৫০-৩০০-ঘনমিটার মাটি কাটে। মাটির পরিমান করে ইঞ্জিনিয়াররা। মাটির পরিমান ইঞ্জিনিয়ারের কাছে শুনিয়া বলিয়াছেন। মাটি তিনি নিজে কাটিয়াছেন।* *পি ডব্লিউ-৮ মোঃ সাইফুল ইসলাম তাহার জবানবন্দীতে বলেন, লক্ষীপুর মজু চৌধুরীর ঘাট হইতে মেঘনা নদীর মোহনা পর্যন্ত এক লক্ষ ঘনমিটার মাটি ড্রেজিং করার জন্য মেসার্স মাইক্রোমেক্স এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে একটি চুক্তিপত্র সম্পন্ন হয়। মূলতঃ কাজটি ছিল বি-আই ডব্লিউ টি এর। মেসার্স মাইক্রোমেক্স পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিকট হইতে এসডি চিত্রা ১৮" কাটার সাকশন ড্রেজার উক্ত প্রকল্প ভাড়া ভিত্তিতে নিয়োজিত করে। তিনি উক্ত ড্রেজারের ড্রেজার ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কর্মে নিয়োজিত ছিলেন। ১৫.০৯.২০০৫ ইং সালে ড্রেজার টি উক্ত প্রজেক্টের স্থাপন করা হয়। ২৭.১২.২০০৫ ইং পর্যন্ত উক্ত প্রকল্পে ৬৫৩১২ ঘনমিটার মাটি ড্রেজিং করা হয়। পরে ৬৫২১২ ঘনমিটার ড্রেজিং করা হয়। তিনি ০৫.১২.২০০৫ ইং পদোন্নতি পাইয়া উক্ত প্রকল্প হইতে প্রত্যহার হন। অতপর ৫ বছর আবার পদোন্নতি পাইয়া বিভাগীয় প্রকৌশলী হিসাবে পাউবোতে কর্মরত আছেন।*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বর্তমানে ঐ প্রজেক্টের ব্যাপারে তাহার কোন খোজ খবর নাই। এই মামলার আই ও তদন্তকালে তাহার জবানবন্দি লইয়াছে। *আসামী বিমল চন্দ্র পক্ষে জেরায় উক্ত সাক্ষী বলেন, পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে মাইক্রোমেক্সের যে চুক্তি হয় ঐ চুক্তির বিষয়বস্তু তিনি জানেন না। চুক্তি পত্রের শর্তাবলী তিনি জানেন না। ০৫.১২.২০০৫ ইং পর্যন্ত ৫০,০০০/- ঘনমিটারের কিছু বেশী ড্রেজিং করা হয়। বাকী কাজ তিনি চলিয়া আসার পর সম্পন্ন হইয়াছে কি হয় নাই তিনি জানেন না। তাহার থাকাবস্থায় পঞ্চাশ হাজার ঘনমিটার ড্রেজিং হয়। আই ও এর কাছে যে পরিমাপের কথা বলিয়াছেন উহা তাহার শোনা কথা। মাইক্রোম্যাক্স চুক্তি মোতাবেক ড্রেজিং সম্পন্ন করে কিনা তিনি জানেন না কারণ তিনি উক্ত প্রজেক্ট হইতে চলিয়া আসেন।* *পি ডব্লিউ-৯ সিরাজ উদ্দিন আহম্মেদ ভুইয়া, তাহার জবান বন্দীতে বলেন, তিনি বি আই ডব্লিউ টি এ, এর পরিচালক হিসাবে এর দায়িত্বে ছিলেন ইং ২০০৪-২০০৫ সালে। একটি প্রকল্প ৪ (চার) টি গুরত্বপূর্ণ নৌপথ খনন প্রকল্পের অধীন মেঘনা নদীতে লক্ষীপুরের মজু চৌধুরীর হাট এলাকায় ড্রেজিং কাজ সম্পাদন করার ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স মাইক্রোম্যাক্স এসোসিয়েটস লিমিটেড মোট ২,০০,০০০/- ঘনমিটার মাটি কাটার জন্য ঐ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে বি আই ডব্লিউ টি এ চুক্তিবদ্ধ হয়। চুক্তির বিপরীতে ১,৯৮,৪৪৬ ঘনমিটার মাটি কাটার বিল চেকের মাধ্যমে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে পরিশোধ করা হয় যাহার নীট অর্থের পরিমান ২,০১,৭০,১২৬/- টাকা। পরে এই বিষয়ে মামলা হইলে তিনি দুদকের তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে জবানবন্দি দিয়াছেন।* *আসামী পক্ষের জেরায় উক্ত সাক্ষী বলেন, এই বিলের চেক প্রদানের জন্য চুড়ান্ত অনুমোদন তিনি দিয়াছিলেন। বিলের সাথে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছিল যাহা তিনি পর্যালোচনা করিয়া সঠিক পান। ঐ বিল পরিশোধের ৬ (ছয়) মাস পরে পি জি Performance guarantee এর টাকাও পরিশোধ করা হয়।* *পি ডব্লিউ-১০ আবুল কাশেম, তাহার জবান বন্দীতে বলেন, এই মামলার বিষয়ের সংশ্লিষ্ট সময়ে তিনি বি আই ডব্লি উ টি এর পরিচালক, নিরীক্ষা, হিসাবে কর্মরত ছিলেন এবং এখনও একই পদে কর্মরত। অত্র মামলার ঘটনার সময় চারটি গুরত্বপূর্ণ নৌপথের মধ্যে একটি লক্ষীপুরের মজু চৌধুরীর হাট এলাকায় মেঘনা নদীতে ড্রেজিং এর মাধ্যমে= ২,০০,০০০/- ঘনমিটার মাটি কাটার জন্য বি আই ডবিব্লউ টি এ এবং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স মাইক্রো ম্যাক্স এ্যাসোসিয়েটস লিঃ এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		চুক্তির আওতায় ১,৯৮,৪৪৬/- ঘনমিটার মাটি খননের চূড়ান্ত বিল বি আই ডব্লিউ টি এ এর হিসাব বিভাগে পেশ করা হইলে হিসাব বিভাগ কর্তৃক চূড়ান্ত বিল পরিশোধের পূর্বে নিরীক্ষা বিভাগে প্রেরণ করা হয়। নিরীক্ষা বিভাগের প্রধান তিনি ছিলেন। নিরীক্ষা বিভাগ হইতে ঐ বিল ও বিল সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পরীক্ষা পূর্বক নিরীক্ষা ছাড় দেওয়া হয়। পরে এই বিষয়ে দুদকে মামলা হইলে দুদকের তহদন্তকারী কর্মকর্তা তাহাকে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছেন। *জেরায় উক্ত সাক্ষী বলেন, এম.বি, প্রগ্রেস রিপোর্ট, বুয়েট এর প্রতিবেদন, Moneytary Committee এর রিপোর্ট পর্যালোচনা ও পরীক্ষা করিয়াছেন। সকল কাগজপত্র সঠিক পাইয়া নিরীক্ষা ছাড়পত্র প্রদান করিয়াছেন।* *পি ডব্লিউ-১১ মোঃ আঃ মালেক, তাহার জবানবন্দীতে বলেন, এই মামলার অভিযোগ সংক্রান্ত প্রকল্পের সময় তিনি বি আই ডব্লিউ টি এ এর সহকারী হিসাব কর্মকর্তা ছিলেন। লক্ষীপুর মজু চৌধুরীর হাট সংলগ্ন মেঘনা নদীর গুরুত্বপূর্ণ নৌপথের মাটি খননের জন্য বি আই ডব্লিউ টি এ এর সহিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান 'মেসার্স মাইক্রোম্যাক্স এ্যাসোসিয়েটস লিঃ এর সহিত চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ী তাহারা মাটি কাটেন অর্থাৎ নদী খনন করেন। ২,০০,০০০/- ঘনমিটার মাটি কাটার কথা ছিল। ১,৯৮,৪৪৬/ ঘনমিটার মাটি কাটে। উক্ত মাটি কাটার বিল প্রকল্প বিভাগ হইতে প্রত্যয়ন করিয়া হিসাব বিভাগে পাঠানো হইলে তাহারা ঐ বিল পরীক্ষা উহা নিরীক্ষা বিভাগে প্রেরণ করেন। নিরীক্ষা ছাড়পত্র পাওয়া গেলে তাহার ২,০১,৭০,১২৬/- টাকা পরিশোধ করেন। আসামী পক্ষ হইতে উক্ত সাক্ষীকে জেরা করা হয় নাই।* *পি ডব্লিউ-১২ প্রকৌশলী মোঃ মাহমুদুল আমীন খান, তাহার জবানবন্দীতে বলেন, তিনি ২০০৫ সালে নির্বাহী প্রকৌশলী হিসাবে (ড্রেজার পরিদপ্তর), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে কর্মরত ছিলেন। ঐ সময় মাইক্রোমাক্স এন্ড এ্যাসোসিয়েটস লিঃ এর পক্ষে ডাইরেক্টর বিমল ভদ্র এর সাথে ১,০০,০০০/- ঘনমিটার মাটি খননের জন্য এবং অন্যান্য কার্য সহ ৮৯,৫৭,৫৬০/- টাকার চুক্তি হয় তাহাদের সাথে। ইং ১১.০৮.২০০৫ তারিখ ৩০০/- টাকার ষ্ট্যাম্পে চুক্তি সম্পাদন হয়। উক্ত সাক্ষী চুক্তিপত্রটি প্রদঃ-১০, এবং উহাতে তাহার স্বাক্ষর এবং বিমল চন্দ্র এর স্বাক্ষর যথাযথভাবে চিহ্নিত করেন। ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে কাজ শুরু হয় এবং ঐ বৎসর ডিসেম্বরে শেষ হয়। জয়েন্ট মেজারমেন্ট হয় তাহাতে ৬২,২১৩.৫৪ ঘনমিটার মাটি খনন করা হয় এবং ৫৮,৩৫,৫৭৩/- বিল দাখিল করে এবং তাহাদেরকে ৫৮,৩৫,৫৭৩/- টাকা দিয়েছে। বিভিন্ন তারিখের Joint Survey measurement এবং ইং ২৯.১১.২০০৫ তারিখের বিল ও বিলে তাহার স্বাক্ষর যথাযথভাবে চিহ্নিত*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		করেন। *জেরায় উক্ত সাক্ষী বলেন, measurement এ তাহার স্বাক্ষর নাই।* *পি ডব্লিউ-১৩ মোঃ আবুল কালাম আজাদ, তাহার জবান বন্দীতে বলেন, ২০০৫ সনে তিনি একই পরিদপ্তরে নারায়নগঞ্জে উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ঐ সময় মাইক্রোমাক্স এন্ড এ্যাসোসিয়েটস লিমিটেডের সাথে তাহাদের একটি চুক্তি হয় ১,০০,০০০/- ঘনমিটার মাটি কাটার জন্য তাহাদের ড্রেজার ব্যবহার করিবে। ইং ১১.০৮.২০০৫ তারিখে ঐ চুক্তিতে তিনি সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর করিয়াছেন উক্ত সাক্ষী চুক্তি পত্রে তাহার স্বাক্ষর যথাযথভাবে চিহ্নিত করেন। সেপ্টেম্বর ২০০৫ হইতে ডিসেম্বর ২০০৫ পর্যন্ত সময়ে মাটি কাটা হয় এবং বিভিন্ন সময়ে জয়েন্ট মেজারমেন্ট হয় তাহা ২১ পাতা যাহাতে তাহার স্বাক্ষর আছে। মেজারমেন্টে মোতাবেক ৬৫,০০০/- ঘন মিটার মাটি কাটা হয়। তাহারা ৫৮,০০,০০/- টাকার বিল করেন। যাহাতে স্বাক্ষর আছে।* *আসামী পক্ষ হইতে উক্ত সাক্ষীকে জেরা করা হয় নাই।* *পি ডব্লিউ-১৪ মোঃ খোরশেদ আলম, তাহার জবান বন্দীতে বলেন, তিনি ২০০৫ সালে উপ সহকারী প্রকৌশলী হিসাবে ড্রেজার পরিদপ্তর বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে কর্মরত ছিলেন।* *আসামী পক্ষ হইতে উক্ত সাক্ষীকে জেরা করা হয় নাই।* *পি ডব্লিউ-১৫ সৈয়দ তাহসিনুল হক তাহার জবান বন্দীতে বলেন, তিনি এই মামলাটি দায়েরের পর দুদক সজেকা ঢাকা-১ এর স্মারক নং-৯৬৮, তাং ২৬.০৫.১১ খ্রিঃ মোতাবেক তাহাকে এই মামলার তদন্ত করে সাক্ষ্য স্মারক দাখিলের নির্দেশ দেয়া হয়। উক্ত পত্রের কপি এই প্রদর্শনী-১২ হিসেবে চিহ্নিত করেন। তদনুযায়ী তিনি মামলার তদন্ত কার্যক্রম শুরু করে ঘটনাস্থল পরিদর্শন, সাক্ষীদের বক্তব্য গ্রহন ও গত ০৭.০৬.১১ খ্রিঃ তারিখে সময় সকাল ১০.০০ ঘটিকায় জনাব মোঃ আমির হোসেন উপ সহকারী প্রকৌশলী পাউবো নারায়নগঞ্জের নিকট হতে সাক্ষীদের উপস্থিতিতে জব্দ তালিকায় বর্ণিত আলামত সমূহ জব্দ করেন এবং একই তারিখে স্বাক্ষীদের উপস্থিতিতে জিম্মানামার মাধ্যমে আলামত সমূহ মোঃ আমির হোসেন, উপ-সহকারী প্রকৌশলীর নিকট জিম্মায় প্রদান করেন। উক্ত সাক্ষী জব্দ তালিকা এবং জিম্মনামায় তাহার স্বাক্ষর যথাযথভাবে চিহ্নিত করেন। গত ২৭.০৭.১১ খ্রিঃ তারিখে সময় ১১.০০ ঘটিকায় মোঃ সাইদুর রহমান নির্বাহী প্রকৌশলী, ড্রেজিং বিভাগ, বি.আই.ডাব্লিউ টি.এ মতিঝিল হতে সাক্ষীদের উপস্থিতিতে জব্দ তালিকায় বর্ণিত আলামত সমূহ জব্দ করেন। একই তারিখে আলামত সমুহ*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		জনাব মোঃ সাইদুর রহমান নির্বাহী প্রকৌশলী বি.আই. ডাব্লিউ, টি. এ বরাবরে জিম্মায় দেন। ঐ একই তারিখে ১২.০০ ঘটিকার একই ব্যক্তি হতে একই সাক্ষীদের মোকাবিলায় আরও কিছু আলামত জব্দ করেন। উক্ত সাক্ষী উক্ত জব্দ তালিকা এবং জব্দ তালিকায় তাহার স্বাক্ষর এবং জিম্মানামা ও জিম্মানামায় তাহার স্বাক্ষর যথাযথভাবে চিহ্নিত করেন। মামলার তদন্তকালে জব্দকৃত/সংগৃহীত রেকর্ড পত্র, আসামী ও সাক্ষীদের বক্তব্য, ঘটনাস্থল পরিদর্শন পর্যালোচনায় দেখা যায় বি আই ডব্লিউ টিএ কর্তৃক মজু চৌধুরী লঞ্চ ঘাট হতে মেঘনা নদী রুটে ড্রেজিং করার জন্য দরপত্র আহবান করা হয়। উক্ত দরপত্রে মেসার্স মাইক্রোম্যাক্স এন্ড এসোসিয়েটস লিঃ সর্ব নিম্ন দরদাতা বিবেচিত হওয়ায় তাহাকে কার্যাদেশ দেয়ার সুপারিশ করা হয়। সেই মোতাবেক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পরিচালক বিমল চন্দ্র ভদ্র এবং বি.আই.ডব্লিউ.টি.এ এর পক্ষে মোঃ সাইফুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলী সাক্ষীদের উপস্থিতিতে ২ লক্ষ ঘন মিটার মাটি ড্রেজিং এর জন্য চুক্তি সম্পাদন করে। সেই মোতাবেক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের ১৬" ডায়া বিশিষ্ট কোন ড্রেজার না থাকায় উক্ত প্রতিষ্ঠান পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে এক লক্ষ ঘন মিটার মাটি কর্তনের চুক্তি সম্পাদন করে। উক্ত চুক্তি মোতাবেক পানি উন্নয়ন বোর্ডের ড্রেজার দ্বারা উক্ত প্রকল্পের মাটির খনন কাজ সম্পন্ন করেন। পানি উন্নয়ন বোর্ডের রেকর্ড হতে জব্দকৃত রেকর্ড পত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তাদের ড্রেজার দ্বারা ৬৫২১৩.৫১ ঘন মিটার মাটি খননের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সেই মোতাবেক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান পানি উন্নয়ন বোর্ডের কোষাগারে/সরকারী কোষাগারে অর্থ জমা করে। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান অন্য কোন ড্রেজার দ্বারা বাদ বাকী মাটি খননের কাজ সম্পন্ন করেছেন এবং তাদের বিল প্রদান করেছেন এমন কোন তথ্য কিংবা কাগজপত্র দাখিল করতে পারেনি। বি.আই.ডব্লিউ. টি এ এর কর্মকর্তা গন এবং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের পরিমাপ বহি নং ১৭৩ এর ১,৯৮,৪৪৬.৭৪ ঘন মিটার মাটি খননের কাজ লিপিবদ্ধ করে সরকারের ভ্যাট এবং আই.টি কর্তৃক শেষে ১,৩৫,৪১,৮২২.৪৫ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করে দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করে তারা পরস্পর যোগসাজসে উক্ত টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ প্রাথমিক ভাবে প্রমানিত হওয়ায় আসামী (১) সাইফুল ইসলাম, (২) মোঃ সানাউলাহ, (৩) মোঃ আনোয়ার হোসেন এবং বিমল চন্দ্র ভদ্র এর বিরুদ্ধে পেনাল কোড এর ৪০৯/১০৯ এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারায় চার্জশীট দাখিলের সুপারিশে সাক্ষ্যের স্মারক দাখিল করেন। তৎপ্রেক্ষিতে দুদক প্রধান কার্যালয়ের স্মারক নং ২৬০৯, তাং ৩০.০১.১২ অনুযায়ী আদেশ পাওয়া সাপেক্ষে তিনি মামলার রেকর্ডপত্র

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পর্যালোচনা শেষে মতিঝিল থানার মামলা নং ৬০, তাং ২১.০৩.১১ অভিযোগ পত্র ১০৩, তাং ০৭.০২.১২ বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করেন। *জেরায় উক্ত সাক্ষী বলেন. তিনি এই মামলার বাদী, তিনি তদন্তকালে এজাহার পর্যালোচনা করেন। এজাহারের ২য় প্যারায় ই.আর নং ৯/২০১০ লেখা আছে। এজাহার দায়েরের অনুমতিপত্র ই.আর নং ৪৮/২০১০ লেখা আছে। তবে উহাতে উপ-পরিচালক মনিরুজ্জামান খানের স্বাক্ষর আছে। ড্রেজিং এর প্রজেক্ট হইল লক্ষীপুর জেলার মঞ্জু চৌধুরীর হাট হইতে মেঘনা নদীর নৌরুট। এক্ষেত্রে ঘটনাস্থল কত কিলোমিটার পর্যন্ত তাহা তাহার স্মরন নাই। জব্দ তালিকায় বর্ণিত কাগজপত্র গত ২৭.০৭.২০১১ তারিখের সকাল ১১.০০ টায় জব্দ করেন। এবং ঐ তারিখেই ১১.০০ ঘটিকায় নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ সাইদুর রহমান ড্রেজিং বিভাগ বি.আই.ডব্লিউ টি এ, মতিঝিল গত ২৭.০৭.২০১১ তারিখ বেলা ১২.০০ ঘটিকার সময় আরো কিছু আলামত জব্দ করেন। ঐ দিন ঐ সময়েই জিম্মা নামায় দেন। সত্য যে, জিম্মায়নামা দেওয়ার সময় ভুল উল্লেখ করিয়াছেন। জব্দ তালিকা বা জিম্মানামায় এ কথা বলেন নাই যে, তিনি ঐ সব কাগজ পত্রের ফটোকপি নিয়াছিলেন। সত্য নয় যে, তিনি জব্দকৃত আলামত পর্যালোচনা করেন নাই। বি.আই. ডব্লিউ. টি এ, ও মাইক্রোম্যাক্সের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিনামা তিনি জব্দ করিয়াছেন। চুক্তিনামায় ফটোকপি তাহার কাছে আছে। উহার কপি কোর্টে দাখিল করা হয় নাই সত্য। ঠিকাদার কিভাবে ড্রেজিং কাজ করিবে সে বিষয়ে ট্রেন্ডার ডকুমেন্টে লেখা ছিল। ট্রেন্ডার ডকুমেন্টের কোন কলামে লেখা আছে তা তাহার স্মরন নাই। সত্য যে চুক্তিপত্রে বি.আই.ডব্লিউ টি এ এর অধীন হাইড্রোগ্রাফি এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট এর ইঞ্জিঃ দ্বারা প্রি-সার্ভে পরিমাপ করার বিধান আছে। প্রি-জরীপ হয়েছিল। সত্য যে প্রি-জরীপের পর পোষ্ট-জরীপ ও হয়। পোষ্ট-সার্ভে পরিদর্শন রিপোর্ট তিনি পর্যালোচনা করিয়াছেন। প্রি-জরীপ এ পোষ্ট জরীপের ব্যক্তিগন একই কিনা তাহা তাহার স্মরন নাই। সত্য যে হাইড্রোগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের কেউ মামলায় সাক্ষী নাই। সত্য যে, ট্রেন্ডার ডকুমেন্ট ১৬" ইঞ্চি ড্রেজার ব্যবহার করতে হবে একথা উল্লেখ আছে। সত্য যে পানি উন্নয়ন বোর্ড ব্যতিত যে কোন ড্রেজার ব্যবহার করিতে কোন বাধা ছিল না চুক্তিতে। মুল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন জব্দ করেন। ০১.০১.২০০৬ তারিখের স্বাক্ষরিত মনিটরিং কমিটির প্রতিবেদনটি প্রদর্শনী-৮ যুক্ত ইতোপূর্বে চিহ্নিত হইলেও ২৫.০৪.২০০৬ তারিখে কোন প্রতিবেদন তাহার কাছে নাই সত্য। গত ২৭.০৭.২০১১ তারিখের জব্দ তালিকার কাগজপত্র জিম্মানামায় দেন। সত্য যে মুল্যায়ন কমিটির গত ০১.০১.২০০৬ তারিখের প্রতিবেদনটি হইল ড্রেজিং কার্যক্রম পরিদর্শন*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		প্রতিবেদন। উক্ত প্রতিবেদনের ৬ জন ব্যক্তির স্বাক্ষর আছে। মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, উপ পরিচালক (বিলস) মোঃ ওয়াজি উদ্দিন মোল্লা, উর্ধ্বতন, উপপরিচালক (জরিপ, হাইড্রোগ্রাফি বিভাগ) মোহাম্মদ হোসেন, উর্দ্ধতন উপ পরিচালক (নৌ সড়ক বিভাগ) মোঃ সাইফুল ইসলাম নির্বাহী প্রকৌশলী (ড্রেজিং বিভাগ), মোঃ আঃ মতিন, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মেরিন ড্রেজিং বিভাগ মোঃ রফিকুল আলম (পরিচালক) পরিচালনা বিভাগ। সকলেই বি আই ডব্লিউ টি এর কর্মকর্তা। সত্য যে, উক্ত ছয়জন বিল পরিশোধের সুপারিশ করিয়াছে। রিপোর্টে উল্লেখিত একজন প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ সাইফুল ইসলাম অত্র মামলায় আসামী আছেন। হাইড্রোগ্রাফি জরিপের প্রতিবেদন জব্দ করেন নাই। হাইড্রোগ্রাফী জরিপ সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি তদন্ত করেন নাই সত্য। এমডি অর্থাৎ Measurement Book টি পর্যালোচনা করিয়াছেন। সত্য যে, এম বি হাতে করে Manually লেখা হয়। সত্য যে, এম বি এর সাথে হাইড্রোগ্রাফী জরীপের পরিমাপ তিনি তুলনা করেন নাই। সত্য নয় যে, measurement Bank ও হাইড্রোগ্রাফী জরীপের পরিমান যদি তিনি যথাযথ ভাবে পরিচালনা করিতেন তাহা হইলে অত্র মামলার আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জশীট হইত না। সত্য নয় যে, হাইড্রোগ্রাফী চার্টটি টি তাহার জব্দকৃত কাগজপত্রের মধ্যে আছে তিনি তাহা পর্যালোচনা করেন নাই। আসামীরা বিল পরিশোধের সুপারিশ করিলে সরাসরি কোন বিল পরিশোধ করে নাই। নালিশী প্রকল্পের মাটি খনন সংক্রান্ত- BUET একজন অধ্যাপক রেজাউর রহমান ডাইরেক্টর পানি ও বন্যা ইনষ্টিটিউট একটি প্রতিবেদন দেয় সত্য। ঐ প্রতিবেদনটি চেয়েছিলেন প্রকল্প পরিচালকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে। এই প্রতিবেদনটি দেন গত ২৮.০৬.২০০৬ তারিখে। প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত DATA তে দিন তারিখ সহ উল্লেখ আছে ও পরিমানের উল্লেখ আছে। ২৮.০৬.২০০৬ তারিখের প্রতিবেদনে ৪নং পাতায় ড্রেজিং ভলুমের পরিমান উল্লেখ আছে। ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ১৯৯২১৮ ঘনমিটার ও হাইড্রোগ্রাফি সার্ভে ২০১৬১৮ ঘন মিটার উল্লেখ আছে। সত্য যে, এম বি তে ১৯৮৪৪৬ ঘন মিটার উল্লেখ আছে সত্য। সত্য যে, সর্ব নিম্ন পরিমাপের বিল পরিশোধ করা হয়। পরিশোধিত বিলে ড্রেজিং বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী আঃ মতিনের অনুমোদন আছে সত্য। আঃ মতিন এই মামলায় সাক্ষী নাই। সত্য নয় যে, আঃ মতিন তাহার এজাহার সমর্থন করে না বলে সে সাক্ষী নাই। সত্য নয় যে, হাইড্রোগ্রাফী জরিপ বিভাগের কেউ তাহাদের মামলা সমর্থন করে না বলে তাহাদের কাউকেই মামলায় সাক্ষী করেন নাই। সত্য নয় যে, ড্রেজিং সংক্রান্ত মুল্যায়ন কমিটির কেহ তাহার মামলাকে সমর্থন করে না বলিয়া তাহাদের কে

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মামলায় সাক্ষী করেন নাই। সত্য যে, ঠিকাদারের জামানত ও পরিশোধ করা হয়। সত্য নয় যে, পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে ঠিকাদারের যে চুক্তি হয় সেটিতে অত্র মামলার আসামীরা সম্পৃক্ত নয়। সত্য যে অত্র মামলার কাজ সংক্রান্তে ঠিকাদারের নিকট হইতে কোন কাগজপত্র জব্দ করেন নাই। ঠিকাদার বিমল চন্দ্র ঘোষের জবানবন্দি তিনি রেকর্ড করিয়াছেন গত ২৯.০৬.২০১১ তারিখে। সত্য নয় যে, ঠিকাদার জবানবন্দি দেওয়ার সময় তাহার কাছে কাগজপত্র দিলেও তিনি সেই সকল কাগজপত্র গ্রহন করেন নাই। তাহার তদন্তকালীন সিরাজ ইঞ্জিনিয়ার নামে কোন প্রতিষ্ঠান তিনি খুজিয়া পান নাই। বি আই ডব্লিউ টিএ কর্তৃপক্ষ বা উক্ত Project এর সুবিধা ভোগী তাহারা কেউ তাহার কাছে কোন অভিযোগ করে নাই সত্য। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান অন্যকোন ড্রেজার দ্বারা বাকী মাটি সম্পন্ন করেছেন বা বিল গ্রহন করেছিল এমন কোন তথ্য বা কাগজপত্র দিলেও তিনি তাহা বিবেচনা করেন নাই মর্মে যে জবানবন্দি দিয়াছেন তাহা অসত্য। ঠিকাদার মারা গিয়াছেন সত্য। সত্য নয় যে, ঠিকাদার জীবীত থাকিলে সে সকল কাগজপত্র উপস্থাপন করে আসামী পক্ষে সাফাই সাক্ষী দিতে পারতো। সত্য নয় যে, সাক্ষ্য প্রদান কালে তিনি জবানবন্দিতে যে কথা বলিয়াছেন তাহা অসত্য। সত্য নয় যে, হয়রানি মুলক ভাবে মিথ্যা মামলা করে নিজেই আই ও হয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তা হয়ে অসত্য প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছেন। সত্য নয় যে, আসামীগন তাহার চক্রান্তের স্বীকার ও আসামীরা সম্পূর্ণ নির্দোষ। *আসামী সাইফুল ইসলাম পক্ষে জেরায় উক্ত সাক্ষী বলেন, সত্য যে, তিনি অত্র মামলায় অনুসন্ধানকারী এজাহারকারী ও তদন্তকারী কর্মকর্তা। এই সময় তিনি সহকারী পরিচালক ছিলেন। তিনি ঐ সমস্ত সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঢাকা-১ এ ছিলেন। তাহাদের অফিসে মোট ০৪ জন সহকারী পরিচালক ছিল। ঢাকা ২ এ এক জন ছিল তবে প্রধান অফিসে কতজন সহকারী পরিচালক ছিল তাহা তিনি বলিতে পারিবেন না। সত্য নয় যে, তিনটি কাজই তিনি একা করাই তিনি একজন অতি উৎসাহী সাক্ষী। ১৫.০৩.২০১০ তারিখে অনুসন্ধানের দায়িত্ব সংক্রান্ত চিঠি পেয়ে ২২.০৩.২০১০ তারিখ হইতে অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু করে এবং ০৫.১২.২০১১ তারিখে তিনি প্রতিবেদন দেন। পরে বলেন তিনি ০৫.১২.২০১১ তারিখে পুনঃ অনুসন্ধান প্রতিবেদন দেন। তার পূর্বেই প্রতিবেদন দিয়েছিলেন কবে তাহা সিডি না থাকায় বলতে পারিতেছেন না। সত্য নয় যে, তাহার দাখিলী প্রথম অনুসন্ধানের প্রতিবেদনে মামলা করার মত কোন উপাদান না থাকায় দ্বিতীয় প্রতিবেদন দাখিল করেন। ঘটনার প্রথম তারিখ অনুযায়ী ০৫ বছর ০৫ মাস ২৭ দিন পর এর দ্বিতীয় তারিখ অনুযায়ী ০৩ বছর ১১ মাস ২৩*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		দিন পর এজাহার দায়ের করেন। সত্য যে ২১.০৩.২০১১ তারিখে তিনি এজাহার দায়ের করেন। ০৫.১২.২০১০ তারিখে অনুসন্ধান প্রতিবেদন দেন। অনুসন্ধান কাজে ব্যয় অনুমান ০৮ মাস ১০ দিন সত্য। সত্য যে, এই সময় কাল ৩০ দিনের বেশী। মামলার তদন্ত ভার প্রাপ্ত হন ২৬.০৫.২০১১ তারিখে এবং মামলার চার্জশীট দিয়েছেন ০৭.১২.২০১২ তারিখে। সত্য যে তদন্তকার্যক্রমে সর্বমোট ৮/১০ মাস সময় লাগে। সত্য যে ৬০ কার্যদিবসে চেয়ে এই সময়কাল অনেক বেশি। সত্য নয় যে অনুসন্ধান এজাহার ও তদন্তকার্যক্রমে তিনি আইন ও পদ্ধতি অনুসরন করেন নাই। ঘটনাস্থল হইল ঢাকা মহানগরীর মতিঝিল থানাধীন বি.আই. ডব্লিউ টি এর প্রধান কার্যালয়। সত্য যে BUET হইল তাহাদের দেশের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। ২৮.০৬.২০০৬ তারিখের BUET এর প্রতিবেদনটি তিনি পাইয়াছিলেন। সত্য যে ঐ প্রতিবেদন দিয়াছেন বুয়েটের অধ্যাপক মোঃ রেজাউর রহমান, পানি ও বন্যা ইনষ্টিটিউট বিভাগ। সত্য যে অধ্যাপক রেজাউর রহমানকে তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করেন নাই। সত্য নয় যে, অধ্যাপক রেজাউর রহমানের প্রদত্ত প্রতিবেদন সঠিক, সত্য এবং নির্ভরযোগ্য। নৌপরিবহন মন্ত্রনালয় হইতে গত ০২.০৬.২০০৫ তারিখে ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠিত হয় সত্য। সত্য যে, উক্ত ছয় মাসে তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করেন নাই। ১০ জন সাক্ষীর ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬১ ধারা মতে জবানবন্দি রেকর্ড করেন। সত্য যে, সাক্ষীরা কেহই তাহাদের জবানবন্দিতে আসামীগন কর্তৃক অর্থ আত্মসাতের কথা বলে নাই। সত্য যে, সাক্ষীগন তাহাদের ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬১ ধারা জবানবন্দিতে যোগসাজসী করার কথা ও ক্ষমতা অপব্যবহারের কথা বলে নাই। সত্য নয় যে, আসামীরা সকলেই নিরাপরাধ এবং নির্দোষ। সত্য নয় যে, আইন ও পদ্ধতি অনুসরন না করে আসামী সাইফুল ইসলাম সহ অন্যান্য আসামীদের বিরুদ্ধে অসত্য অভিযোগপত্র দাখিল করিয়াছেন। *রাষ্ট্র পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য এবং উপস্থাপিত প্রদর্শনী চিহ্নিত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, অত্র মামলার আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, বি,আই,ডব্লিউ,টি এর অধিন চারটি অভ্যন্তরীন নৌপথের নাব্যতা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ড্রেজার নিয়োগের নিমিত্তে চারটি লটে প্রকাশিত দরপত্রের মধ্যে দরপত্রের ০৪ নং লটে উল্লেখিত মজু চৌধুরীর হাট লঞ্চ ঘাট হইতে মেঘনা নদীর নৌরুট পর্যন্ত ড্রেজিং করার জন্য সর্বনিম্ন দরদাতা হিসাবে মেসার্স মাইক্রোমেক্স এন্ড এসোসিয়েট কে বিগত ৩০.০৭.২০০৫ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। এ বিষয়ে মেসার্স মাইক্রোমেক্স এন্ড এসোসিয়েট এর সাথে বি. আই. ডব্লিউ. টি এর পক্ষে মোঃ

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সাইফুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী ড্রেজিং বিভাগ ও প্রকল্প পরিচালক বিগত ২৪.০৮.২০০৫ তারিখে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়। চুক্তিপত্র অনুযায়ী প্রতি ঘন মিটার ১১২ টাকা হিসাবে ২০০০০০ ঘনমিটার ১৬ ইঞ্চি Dia বিশিষ্ট ড্রেজার দ্বারা কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়। উক্ত মেসার্স মাইক্রোমেক্স এন্ড এসোসিয়েটস এর ১৬ ইঞ্চি Dia না থাকায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে ড্রেজার পরিদপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ড, নারায়নগঞ্জ এর সাথে ১০০০০০ ঘন মিটার ড্রেজিং করার জন্য একটি চুক্তি হয়। উক্ত চুক্তি মোতাবেক পানি উন্নয়ন বোর্ড বিগত ১৫.০৯.২০০৫ তারিখ হইতে ২৭.১২.২০০৫ তারিখ পর্যন্ত ৬৫২১৩.৫৪ ঘনমিটার মাটি খনন করিলে মেসার্স মাইক্রোমেক্স এন্ড এসোসিয়েটস উক্ত ৬৫২১৩.৫৪ ঘন মিটার মাটি খনন বাবদ বিল পানি উন্নয়ন বোর্ডকে পরিশোধ করেন। মেসার্স মাইক্রোমেক্স এন্ড এসোসিয়েটস কর্তৃক ২০০০০০ ঘনমিটার মাটি ড্রেজিং করার কথা থাকিলেও তাহারা উক্ত পরিমান কাজ না করা সত্বেও বি.আই.ডব্লিউ.টি এর কর্মকর্তা অর্থাৎ আসামীদের সাথে পরস্পর যোগসাজসে মিথ্যা তথ্য Measurement Book এ লিপিবদ্ধ করিয়া ১৯৮৪৪৬.৭৪ ঘনমিটার কাজের বিপরীতে ২২২৬০৩৪.৮৮/- টাকার বিল ভাউচার দাখিল করিলে উক্ত টাকার বিপরীতে ভ্যাট ও আই টি বাবদ ২০৫৫৯০৮.২২/- টাকা বাদে ২০১৭০১২৬.৬৬/- টাকা বিল পরিশোধ করেন। আসামীগন পরস্পর যোগসাজসে দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার এর মাধ্যমে ১৯৮৪৪৬.৭৪-৬৫২১৩.৫৪= ১৩৩২৩৩.২০ ঘনমিটার মাটি খনন বাবদ অতিরিক্ত টাকা ১১২ X ১৩৩২৩৩.২০=১৪৯২২১১৮/- টাকা হইতে কর্তন বাবদ ১৩৮০২৯৫/- টাকা বাদে ১৩৫৪১৮২২.৪৫/- টাকা বেশি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানমেসার্স মাইক্রোমেক্স এন্ড এসোসিয়েট কে পরিশোধ করিয়া ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে উহা আত্মসাৎ করিয়াছেন। রাষ্ট্রপক্ষের উক্ত দাবীর স্বপক্ষে সর্বমোট ১৫ জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করেন যাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে নারায়নগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপ- সহকারী প্রকৌশলী, আমিন হোসেন, পি ডব্লিউ-৫ হিসাবে ড্রেজার মাস্টার, মোঃ সুলতান, পি ডব্লিউ-৬ হিসাবে, ড্রেজার ড্রাইভার, মোঃ আকবর আলী মিয়া পি ডব্লিউ-৭ হিসাবে, সাব ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার, মোঃ সাইফুল ইসলাম, পি.ডব্লিউ-৮ হিসাবে, তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মোঃ মাহমুদুল আমিন খান, পি ডব্লিউ-১২ হিসাবে ও উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, খোরশেদ আলম, পি ডব্লিউ-১৪ হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করেন। পি ডব্লিউ-৫ তিনি ঘটনার সময় তেজগাঁও এ কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে দুদকের চাহিদা মোতাবেক তাহাদের দপ্তরের ফাইল আদালতে দাখিল করেন। পি ডব্লিউ-৬ তাহার সাক্ষ্যে বলেন, যিনি ড্রেজার মাস্টার হিসাবে ড্রেজার লইয়া

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		লক্ষীপুরে যান এবং ১৫.০৯.২০০৫ হইতে ২৭.১২.২০০৫ তারিখ পর্যন্ত ৬৫২১৩.৫১ ঘনমিটার ড্রেজিং করেন। পি ডব্লিউ-৭ যিনি ড্রেজার ড্রাইভার তিনিও তাহার সাক্ষ্যে বলেন বিগত ১৫.০৯.২০০৫ তারিখ হইতে ২৭.১২.২০০৫ তারিখ পর্যন্ত লক্ষীপুর মজু চৌধুরীর হাটে ড্রেজার মেশিন দিয়া ৬৫২১৩ ঘনমিটার মাটি কাটেন। পি ডব্লিউ-৮ ও তাহার সাক্ষ্যে বলেন, মেসার্স মাইক্রোমেক্স এন্ড এসোসিয়েটস পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিকট হইতে এস ডি চিত্রা ১৮ ইঞ্চি কাটার সাকশন ড্রেজার উক্ত প্রকল্পে ভাড়া ভিত্তিতে নিয়োজিত করে। তিনি উক্ত ড্রেজারে ড্রেজার ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। ১৫.০৯.২০০৫ ইং সালে ড্রেজারটি উক্ত প্রজেক্টে স্থাপন করা হয়। ২৭.১২.২০০৫ তারিখ পর্যন্ত ৬৫৩১২ ঘনমিটার মাটি ড্রেজিং করা হয়। পি ডব্লিউ-১২ তাহার জবানবন্দীতে বলেন, ২০০৫ সালে তিনি নির্বাহী প্রকৌশলী হিসাবে ড্রেজার পরিদপ্তর পানি উন্নয়ন বোর্ডে কর্মরত ছিলেন। ঐ সময় মেসার্স মাইক্রোমেক্স এন্ড এসোসিয়েটস লিঃ এর পক্ষে ডাইরেক্টর বিমল ভদ্র এর সাথে ১০০০০০ ঘনমিটার মাটি খননের জন্য এবং অন্যান্য কার্য সহ ৮৯৫৭৫৬০/- টাকার চুক্তি হয় তাহাদের সাথে ১১.০৮.২০০৫ তারিখে। উক্ত সাক্ষী চুক্তিপত্রে তাহার স্বাক্ষর এবং বিমল চন্দ্রের স্বাক্ষর যথাযথভাবে চিহ্নিত করেন। উক্ত সাক্ষী আরো বলেন, ঐ বছরের সেপ্টেম্বরে কাজ শুরু হয় এবং ঐ বছরের ডিসেম্বরে শেষ হয়। জয়েন্ট মেজারমেন্ট হয় ৬২২১৩.৫৪ ঘনমিটার মাটি খনন করা হয় এবং তাহাদেরকে ৫৮৩৫৫৭৩/- টাকার বিল দেওয়া হয়। পি, ডব্লিউ-১৩ আবুল কালাম আজাদ তাহার সাক্ষ্যে বলেন, ২০০৫ সালে তিনি একই পরিদপ্তরে উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী হিসাবে কর্মরত থাকাকালীন মেসার্স মাইক্রোমেক্স এন্ড এসোসিয়েটস লিঃ এর সাথে তাহাদের একটি চুক্তি হয়। ১০০০০০ ঘন মিটার মাটি কাটার জন্য। ১১.০৮.২০০৫ তারিখের ঐ চুক্তিতে তিনি স্বাক্ষর করেন। পি, ডব্লিউ-১৪ খোরশেদ আলম ও ২০০৫ সালে উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী হিসাবে ড্রেজার পরিদপ্তরে কর্মরত ছিলেন মর্মে উল্লেখ করেন। উপরোক্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্যে ইহা প্রমাণিত হয় যে, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স মাইক্রোমেক্স এন্ড এসোসিয়েটস লিঃ কর্তৃক ড্রেজার পরিদপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ড, নারায়নগঞ্জের মাধ্যমে ৬৫৩১২ ঘনমিটার মাটি ড্রেজিং করা হয়। অপর দিকে মেসার্স মাইক্রোমেক্স এন্ড এসোসিয়েটস লিঃ কে চুক্তি অনুযায়ী সমুদয় বিল পরিশোধ সংক্রান্তে বি আই ডব্লিউ টি এর নির্বাহী প্রকৌশলী সাইদুর রহমান কর্তৃক পি ডব্লিউ-৪ হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি কতিপয় কাগজপত্র জব্দ করা এবং জিম্মানামা মূলে তাহাকে প্রদান করার বিষয়ে উল্লেখ করেন। উক্ত সাক্ষী ঘটনার সময় লট নং-১ কর্মরত ছিলেন মর্মে উল্লেখ করায়

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		তিনি ৪ নং লটের ড্রেজিং সংক্রান্ত কাগজপত্র জব্দ করা ও জিম্মানামা মুলে গ্রহন করা বিষয় ব্যতিত অন্য কোন বিষয়ে তাহার কোন জ্ঞান কোন নাই বলিয়া প্রতিয়মান হয় অত্র মামলায় বি আই ডব্লিউ টি এর তৎকালীন পরিচালক, হিসাব, সিরাজ উদ্দিন আহাম্মদ ভুইয়া পি ডব্লিউ-৯ হিসাবে, বি আই ডব্লিউ টি এর পরিচালক, নিরীক্ষা, মোঃ আবুল কাশেম পি ডব্লিউ-১০ হিসাবে, বি আই ডব্লিউ টি এর নিরীক্ষা বিভাগের সহকারী পরিচালক, আব্দুল মালেক, পি ডব্লিউ-১১ হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান কালে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স মাইক্রোমেক্স এন্ড এসোসিয়েটস লিঃ কর্তৃক ১৯৮৪৪৬ ঘনমিটার মাটি খননের বিল পরীক্ষা নিরীক্ষা পূর্বক ২০১৭০১২৬/- টাকা বিল পরিশোধ করার কথা উল্লেখ করিলেও উক্ত সাক্ষীগন অত্র মামলার বর্ণিত ঘটনাস্থল দরপত্রে উল্লেখিত ৪ নং লটে বর্ণিত মজু চৌধুরীর হাট লঞ্চ ঘাট হইতে মেঘনা নদীর রুট ড্রেজিং সংক্রান্ত কার্যক্রমের সহিত জড়িত ছিলেন না। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক অভিযোগ করা হইয়াছে যে, আসামীপক্ষ পরস্পর যোগসাজশে ২০০০০০ ঘনমিটার মাটি খনন কাজের বিপরীতে মাত্র ৬৫২১৩.৫১ ঘনমিটার মাটি খনন করিয়া ১৯৮৪৪৬.৭৪ ঘনমিটার মাটি খননের বিলের টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স মাইক্রোমেক্স এন্ড এসোসিয়েটস কর্তৃক ড্রেজার পরিদপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ড, নারায়নগঞ্জের ড্রেজার ব্যতিত অন্য কোন ড্রেজারের মাধ্যমে খনন কার্য করিয়াছিলেন এই রুপ কোন প্রমানাদি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স মাইক্রোমেক্স এন্ড এসোসিয়েটস এর পরিচালক আসামী বিমল চন্দ্র ভদ্র কর্তৃক দেখাইতে পারেন নাই। বরং পি ডব্লিউ-১ কে আসামীপক্ষ হইতে জেরা কালীন পি ডব্লিউ-১ তাহার জেরায় বলেন, বিমল চন্দ্র ভদ্র সিরাজ ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটি কাগজ দিয়াছিল। এ বিষয়ে তিনি ফতুল্লা থানার অফিসার ইনচার্জ বরাবরে পত্র প্রেরন করিলে ফতুল্লা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাহাকে ২০.১১.২০১০ তারিখে প্রতিবেদন দেন যে, ঐ ঠিকানায় সিরাজ ইঞ্জিনিয়ারিং নামের কোন প্রতিষ্ঠান এবং উহার মালিক আলমকে খুজিয়া পাওয়া যায় নাই। উক্ত প্রতিবেদনটি প্রদর্শনী- যুক্তে চিহ্নিত করা হয়। রাষ্ট্র পক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত প্রদর্শনী-১০ যাহা নারায়নগঞ্জ, ড্রেজার বিভাগ ও মেসার্স মাইক্রোমেক্স এন্ড এসোসিয়েটস এর মধ্যে সম্পাদিত বিগত ১১.০৮.২০০৫ তারিখের একটি চুক্তিপত্র তাহা পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রতি ঘনমিটার ৭৮ টাকা হিসাবে এক লক্ষ ঘনমিটার মাটি খননের জন্য পক্ষদের মধ্যে উক্ত চুক্তিটি করা হইয়াছে। প্রদর্শনী-১১ সিরিজ যাহা নারায়নগঞ্জ ড্রেজার বিভাগ এর প্রতিনিধি এবং মেসার্স মাইক্রোমেক্স এন্ড এসোসিয়েটস এর প্রতিনিধির স্বাক্ষরিত Daily progress report for channel

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		dredging। উক্ত রিপোর্ট পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিগত ২৪.১১.২০০৫ হইতে ২৭.১২.২০০৫ পর্যন্ত প্রতিদিন কি পরিমান মাটি খনন করা হইয়াছে তাহার হিসাব লিখিত আছে এবং উহাতে ড্রেজিং পরিদপ্তরের প্রতিনিধি এবং মেসার্স মাইক্রোমেক্স এন্ড এসোসিয়েটস এর প্রতিনিধির স্বাক্ষর রহিয়াছে। এ ক্ষেত্রে অত্র মামলার ১নং আসামী মোঃ সাইফুল ইসলাম উক্ত ড্রেজিং প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হইলেও এবং ৪নং আসামী বিমল চন্দ্র ভদ্র ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স মাইক্রোমেক্স এন্ড এসোসিয়েটস এর পরিচালক হইলেও ২-৩ নং আসামীগন বি আই ডব্লিউ টি এর সাবেক সহকারী প্রকৌশলী হইতেছেন। ১নং আসামী নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক হওয়ায় প্রকল্প সংক্রান্ত সমুদয় কার্যক্রম তাহার আদেশ নির্দেশেই ২-৩ নং আসামীগন প্রতিপালন করিয়াছেন মাত্র। প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক মেসার্স মাইক্রোমেক্স এন্ড এসোসিয়েটস কে ১৩৩২৩৩.২০ ঘনমিটার মাটি খননের জন্য বিল পরিশোধ করা হইলেও মেসার্স মাইক্রোমেক্স এন্ড এসোসিয়েটস কর্তৃক পানি উন্নয়ন বোর্ড, নারায়নগঞ্জের ড্রেজার ব্যতিত অন্য কোন ড্রেজার ভাড়া লইয়াছিলেন বা তাহার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ড্রেজার ছিল এই রুপ দাবি করেন নাই। এ ক্ষেত্রে তাহার কোম্পানীর নিজস্ব ১৬ ইঞ্চি ডায়া বিশিষ্ট ড্রেজার থাকিলে মেসার্স মাইক্রোমেক্স এন্ড এসোসিয়েটস এর পানি উন্নয়ন বোর্ড, নারায়নগঞ্জ, এর ড্রেজার ভাড়া করার কথা নয়। পক্ষান্তরে ১-৩ নং আসামীপক্ষ কর্তৃক মেসার্স মাইক্রোমেক্স এন্ড এসোসিয়েটস কে সমুদয় মাটি খননের বিল পরিশোধ করা হইলেও মেসার্স মাইক্রোমেক্স এন্ড এসোসিয়েটস এর পক্ষে পানি উন্নয়ন বোর্ডের ড্রেজার ব্যতিত আর কোন ড্রেজার খনন কার্যে নিয়োজিত ছিল তদ সম্পর্কিত কোন দালিলিক প্রমানও ১-৩ নং আসামীপক্ষে উপস্থাপিত হয় নাই। বরং আসামীপক্ষে দাবি করা হয়, মেসার্স মাইক্রোমেক্স এন্ড এসোসিয়েটস কর্তৃক কার্য সম্পাদন শেষে বিল দাখিল করা হইলে উহার সঠিকতা যাচাই পূর্বক মতামতের জন্য বুয়েট এর বন্যা ও পানি ইনষ্টিটিউট এ প্রেরন করা হয়। অতঃপর হাইড্রোগ্রাফী সার্ভে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে রিপোর্টের সাথে বুয়েটের বন্যা ও পানি ইনষ্টিটিউট এর বিগত ২৮.০৬.২০০৬ তারিখের প্রতিবেদনের সামঞ্জস্যতা থাকায় উক্ত মেসার্স মাইক্রোমেক্স এন্ড এসোসিয়েটস কে বিল পরিশোধ করা হয়। এ ক্ষেত্রে অত্র মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক বিগত ২৭.০৭.২০১১ তারিখে জব্দকৃত বি আই ডব্লিউ টি এর নথী নং- ডি- ইউ/৫-৭৪(খন্ড-১)(অংশ) নথী প্রদর্শনী-৮, পর্যালোচনায় দেখা যায়, মেসার্স মাইক্রোমেক্স এন্ড এসোসিয়েটস কর্তৃক ৪ নং লটের ড্রেজিং বাবদ ৭৯,১১,৩৫৯/- টাকার ১ম চলতি বিল দাখিল করা হইলে বিগত

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		৩১.১০.২০০৫ তারিখে উক্ত ডি- ইউ/৫-৭৪(খন্ড-১)(অংশ) নথীটির কার্যক্রম শুরু করা হয় এবং উক্ত তারিখেই মেসার্স মাইক্রোমেক্স এন্ড এসোসিয়েট কে ৬৩,৮৮,৪২৩/- টাকা পরিশোধ করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত মেসার্স মাইক্রোমেক্স এন্ড এসোসিয়েট কর্তৃক ২য় চলতি বিল বাবদ ৮৮,৮৮,৫৮৮/- টাকা বিল দাখিল করা হইলে উক্ত নথীটিতে বিগত ০৮.০১.২০০৬ তারিখে বিল প্রদানের জন্য সুপারিশ সহকারে হিসাব বিভাগে প্রেরন করা হইলে বিগত ১৯.০১.২০০৬ তারিখে উক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স মাইক্রোমেক্স এন্ড এসোসিয়েট কে ৬০,০০০০০/- টাকা পরিশোধ করা হয় এবং ২৮.০২.২০০৬ তারিখে বাকি ১১,৭৭,৫৩৫/- টাকা পরিশোধ করা হয়। পরবর্তীতে মেসার্স মাইক্রোমেক্স এন্ড এসোসিয়েট কর্তৃক ৩য় চলতি এবং চুড়ান্ত বিল প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিলে বিগত ২৯.০৬.২০০৬ তারিখে জামানতের ১০% এবং সরকারী বিধি মোতাবেক অন্যান্য কর্তন বাদে সমুদয় টাকা পরিশোধের জন্য সুপারিশ করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত নথীর ১০নং নোটানুচ্ছেদে কর্তন বাদে ৩৪,৮৪,১৮৯/- টাকা পরিশোধ যোগ্য হওয়ার জন্য নিরীক্ষা ছাড়পত্রের জন্য নিরীক্ষা বিভাগে প্রেরন করা হইলে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটির পরিদর্শন প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে মাটি কাটার পরিমান ও কার্য পদ্ধতির বিষয়ে বি আর টি সি, বুয়েট এর মতামত গ্রহনের কথা উল্লেখ করা হয় এবং ৫% টাকা স্থগিত রাখিয়া ৯৫% টাকা হিসাবে ২৯,৫১,৩৮৯/- টাকা উক্ত তারিখেই পরিশোধ করা হয়। পরবর্তীতে ঐ একই তারিখে অর্থাৎ গত ২৯.০৬.২০০৬ তারিখে ১৪ নং নোটানুচ্ছেদে নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর-১) ও প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে স্থগিতকৃত ৫% বাবদ ১১,১১,৩০২/- টাকা হইতে ১০% জামানত বাদে বাকি টাকা মেসার্স মাইক্রোমেক্স এন্ড এসোসিয়েট কে ফেরত দেওয়ার জন্য পুনরায় নথী উপস্থাপন করা হয়। অতঃপর বুয়েট এর রিপোর্টের প্রেক্ষিতে বিগত ০৫.০৩.২০০৭ তারিখে স্থগিত ৫% বাবদ নীট ৮,৯৭,৩৭৬/- টাকা পরিশোধ করা হয়। পরবর্তীতে মেসার্স মাইক্রোমেক্স এন্ড এসোসিয়েটস কে জামানত বাবদ ২২,২২,৬০৩/- টাকা বিগত ০২.০৪.২০০৭ তারিখে ফেরত দেওয়া হয়। উক্ত নথী পর্যালোচনায় দেখা যায়, মেসার্স মাইক্রোমেক্স এন্ড এসোসিয়েটস কে বিল প্রদানের সময় প্রকল্প পরিচালক এর দপ্তর বা সংশ্লিষ্ট নথী উপস্থাপনকারী পক্ষ হইতে মাটি খনন সংক্রান্ত কোন তথ্য প্রমানাদি নথীতে উপস্থাপন বা বিশ্লেষন ও বিবেচনা না করিয়াই দাখিলি বিল পরিশোধ করা হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে দেখা যায়, বি আই ডব্লিউ টি এ কর্তৃক ১ম এবং ২য় বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে বুয়েট বা বি আর টিসির কোন মতামত গ্রহন করা হয় নাই। এ ক্ষেত্রে ৩য় এবং চূড়ান্ত বিল

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পরিশোধের জন্য বুয়েট এর পানি এবং বন্যা ব্যবস্থাপনা ইনষ্টিটিউট এর পরিচালক প্রফেসার এম রেজাউর রহমান কর্তৃক স্বাক্ষরিত বিগত ২৮.০৬.২০০৬ তারিখের একটি প্রতিবেদন উক্ত নথীর সামিলে থাকিলেও লক্ষ্য করা যায় উক্ত প্রতিবেদনটি একটি তাত্বিক প্রতিবেদন, উহাতে ৪নং লটে উল্লেখিত (ক) মজু চৌধুরীর হাট হইতে মেঘনা নদীর রুট পর্যন্ত, (খ) যমুনা নদীর চর রক্ষা (গ) পদ্মা নদীর দৌলতদিয়ার ড্রেজিং এর বিষয়ে সরবরাহকৃত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ডাটা ও হাইড্রোগ্রাফিক ডাটার বিষয়ে একটি মতামত প্রদান করা হইয়াছে। উল্লেখ্য উক্ত প্রতিবেদনটি সরজমিনে ঘটনাস্থলে গিয়া করা হয় নাই বিধায় উক্ত রিপোর্টটির ভিত্তি সুদৃঢ় নয়। যেহেতু ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের ৩য় এবং চূড়ান্ত বিল প্রদানের সময় ৯৫% টাকা প্রদানের পর ৫% টাকা প্রদানের পূর্বে উক্ত রিপোর্টটি সংগ্রহ করা হয় সেহেতু প্রকল্প পরিচালক বা বি আই ডব্লিউ টি এ কর্তৃপক্ষ বুয়েটের কোন রিপোর্টের উপর নির্ভরশীল ছিলেন তাহা প্রতিয়মান হয় না। অত্র মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক বিগত ২৭.০৭.২০১১ তারিখের জব্দকৃত বি আই ডব্লিউ টি এর এম বি বহি নং-ডি ইউ/১৭৩ অর্থাৎ Measurement Book প্রদর্শনী-৯ তাহা পর্যালোচনায় দেখা যায়, উহার পৃষ্ঠা-০২ হইতে ০৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ১৫.০৯.২০০৫ তারিখের pre work servey data এবং পৃষ্ঠা-১০ হইতে পৃষ্ঠা ১৬ পর্যন্ত বিগত ১৪.১০.২০০৫, ১৮.১০.২০০৫, ২১.১০.২০০৫. তারিখের post work servey data, থাকিলেও উক্ত পৃষ্ঠা সমুহে কাহারো কোন সহি স্বাক্ষর নাই। বরং উক্ত এম বি বহির ১৭-১৮ পৃষ্ঠায় Calculation of dredging earth as per pre & post work উল্লেখ করত: ১৮ পৃষ্ঠায় টাকার পরিমান উল্লেখ করা হইয়াছে এবং উহাতে উপ-সহকারী প্রকৌশলীর স্বাক্ষর ২৬.১০.২০০৫ তারিখে সহকারী প্রকৌশলীর স্বাক্ষর, ৩০.১০.২০০৫ তারিখে করা আছে। উহাতে মাইক্রোমেক্স এন্ড এসোসিয়েট এর পরিচালক বিমল চন্দ্র ভদ্রের তারিখ বিহীন একটি স্বাক্ষর আছে। উক্ত Measurement Book এর ২০ পৃষ্ঠায় ১ম চলতি বিল, ২১ পৃষ্ঠায় ২য় চলতি বিল এর বিষয়ে উল্লেখ আছে। উক্ত Measurement Book এর ২২ পৃষ্ঠায় ৩১.১০.২০০৫ তারিখের, ২৩ পৃষ্ঠায় ২২.১০.২০০৫ তারিখের এই ভাবে ৩৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিভিন্ন তারিখের পরিমাপ দেখানো হইলেও উহাতে কাহারো কোন স্বাক্ষর নাই। তবে ৪০ পৃষ্ঠায় টাকার পরিমান নির্ধারণ করা আছে এবং উহাতে সহকারী প্রকৌশলী ড্রেজিং এবং বিমল চন্দ্র ভদ্রের স্বাক্ষর আছে এবং ৪১ পৃষ্ঠায় নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর) এবং প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		৮৮,৮৮,৫৫৮/- টাকা পরিশোধ সংক্রান্ত সার্টিফাই করা আছে। উক্ত এম বি এর ৪২ থেকে ৪৫ পৃষ্ঠাতে টাকা পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্য লিখিত আছে। *উক্ত এম বি এর ৪৮-৫১ পৃষ্ঠায় ৩১.১০.২০০৫ তারিখের pre work data এবং ৫২-৫৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত post work data উল্লেখ আছে। এবং ৫৬-৬৯ পর্যন্ত ৩য় চলতি বিল ও চূড়ান্ত বিল সংক্রান্তে তথ্যাদি আছে। উক্ত পৃষ্ঠাসমূহের মধ্যে ৬০ পৃষ্ঠায় সহকারী প্রকৌশলী ড্রেজিং এবং মাইক্রোমেক্স এন্ড এসোসিয়েট এর পরিচালক বিমল চন্দ্র ভদ্রের তারিখ বিহীন একটি স্বাক্ষর আছে। উক্ত বহির ৬১ পৃষ্ঠায় প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ৫৪,২৬,০৮৬/- টাকা পরিশোধ সংক্রান্ত সার্টিফাই করা আছে। এ ছাড়া ৬৩-৬৭ পৃষ্ঠায় নিরীক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের নাম বিহীন অনুস্বাক্ষর আছে। ৬৮ পৃষ্ঠায় নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর) এবং প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ২২,২২৬০৩/- টাকা পরিশোধের বিষয়ে সার্টিফাই করা আছে। উক্ত এম বি তে উল্লেখিত তথ্য সমুহ কিসের উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত হয় বা উক্ত তথ্য সমুহ কে লিপিবদ্ধ করেন তাহার কোন প্রমান নাই বা তদসংক্রান্ত কোন দালিলিক প্রমানাদিও উক্ত এম বি এর সাথে দেখিতে পাওয়া যায় না। সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতিয়মান হয়, আসামীপক্ষ দরপত্রে বর্ণিত ২০০০০০ ঘনমিটার মাটি খনন এর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হইলেও তাহারা উক্ত পরিমান মাটি খনন না করিয়া পরস্পর যোগসাজাশে এম বি তে মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করিয়াছেন, এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে চুক্তি মোতাবেক কার্য সম্পাদন না করিয়া অতিরিক্ত বিল দাখিলের মাধ্যমে উত্তোলিত অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছেন। রাষ্ট্রপক্ষ উপরোক্ত অভিযোগ আসামী মোঃ সাইফুল ইসলাম, ও আসামী বিমল চন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রমান করিতে সক্ষম হইলেও মামলার অপর আসামী সানাউল্লাহ ও মোঃ আনোয়ার হোসেন এর বিরুদ্ধে প্রমান করিতে সক্ষম হন নাই। অত্র মামলার আসামী বিমল চন্দ্র ভদ্র অত্র মামলা চলাকালীন বিগত ২০.০৭.২০১৬ তারিখে স্কয়ার হাসপাতালে মৃত্যু বরণ করায় এবং এ বিষয়ে মতিঝিল থানার এস.আই, জনাব প্রানতোষ বণিক কর্তৃক বিগত ১৩.১১.২০১৬ তারিখের ৮০২৯ নং স্মারকে উক্ত বিমল চন্দ্র ভদ্রের মৃত্যু সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন দাখিল পূর্বক স্কয়ার হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার জনাব ড. আল মামুন হাসান খান এর স্বাক্ষরিত বিমল চন্দ্র ভদ্রের একটি ডেথ সার্টিফিকেট সংযুক্ত করায় উক্ত মৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পরবর্তী ফৌজদারী কার্যক্রম গ্রহনের কোন সুযোগ না থাকায় তাহাকে অত্র মামলার অভিযোগ হইতে ইতো পূর্বেই অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। অত্র মামলার আসামী সাইফুল ইসলাম এর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হওয়ায় আসামীকে*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পেনাল কোডের ৪০৬/৪৭৭(এ)/১০৯ ধারা সহ ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অভিযোগে দোষী সাব্যস্থ পূর্বক সাজা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল এবং গৃহীত বিচার্য বিষয়াবলী উপরোক্ত আলোচনার আলোকে নিষ্পত্তি করা হইল। *অতএব* *আদেশ হয় যে,* *অত্র মামলার আসামী (১) মোঃ সাইফুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, (পুর) বি আই ডব্লিউ টি এ ও সাবেক প্রকল্প পরিচালক গুরুত্বপূর্ণ ০৪টি নৌ পথের নাব্যতা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প, পিতা-মৃত তোফাজ্জল হোসেন, ২/৮/০ দারুস সালাম রোড, টোলারবাগ, ঢাকা। এর বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৪০৯/৪৭৭(ক)/১০৯ সহ ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আসামীকে দোষী সাব্যস্থ করিয়া পেনাল কোডের ৪০৯ ধারার অধিনে ০৪ (চার) বছরের সশম কারাদন্ড সহ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ০৬ (ছয়) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ৪৭৭ (ক) ধারায় দোষী সাব্যস্থ করিয়া ০৩ (তিন) বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং ২০ (বিশ) হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ০৩ (তিন) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় দন্ডিত করিয়া ০৪ (চার) বছরের কারাদন্ড সহ ৬৭.৫০ লক্ষ (সাতষট্টি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করা হইল। আসামী প্রদত্ত সমুদয় কারাদন্ড একত্রে চলিবে। আসামী ইতোপূর্বে হাজতবাস করিয়া থাকিলে তাহা আরোপিত কারাদন্ড হইতে বাদ যাইবে। আসামীকে সাজা পরোয়ানা মুলে কারাগারে প্রেরন করা হউক। অত্র মামলার অপর আসামী (২) মোঃ সানাউল্লাহ, সাবেক সহকারী প্রকৌশলী, (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত), বি আই ডব্লিউ টি এ, ঢাকা, পিতা- কোবেদ আলী মন্ডল, হাউজ নং-৪৪/পি-২/৫-৩, ঝিগাতলা, নতুনবাজার ঢাকা (৩) মোঃ আনোয়ার হোসেন, সাবেক উপ- সহকারী প্রকৌশল, (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত), বি আই ডব্লিউ টি এ, ঢাকা, পিতা- মৃত কলিম উদ্দিন, গ্রাম-চাঁদপুর, ডাকঘর-সাহেদাপুর, উপজেলা-কচুয়া, জেলা-চাঁদপুর, বর্তমান ঠিকানা, ২৪২ রসুলপুর, দনিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা দের বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৪০৯/৪৭৭(ক)/১০৯সহ ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার আনীত অভিযোগ প্রমানিত না হওয়ায় আসামীদ্বয়কে বেকসুর খালাস দেওয়া হইল আসামীদের জামিনদারদেরকে জামিন নামার দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইল। অত্র রায়ের একটি অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য বিজ্ঞ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা, বরাবরে প্রেরন করা হউক।

আমার কথিত মতে

লিখিত ও সংশোধিত।

স্বাক্ষর/অপাঠ্য
১২.১০.২০১৭
(মুনসী রফিউল আলম)
বিশেষ জজ (জেলা জজ)
বিশেষ জজ আদালত-৭, ঢাকা।

স্বাক্ষর/অপাঠ্য
১২.১০.২০১৭
(মুনসী রফিউল আলম)
বিশেষ জজ (জেলা জজ)
বিশেষ জজ আদালত-৭, ঢাকা।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

“পি. ডব্লিউ-১

সৈয়দ তাহসিনুল হক,

আমি গত ২১/৩/২০১১ ইং তারিখে রমনা থানায় এই মর্মে এজাহার দায়ের করিয়ে BIWTA এর ৪টি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথের নাব্যতা উন্নয়ন প্রকল্পের বেসরকারী ড্রেজার নিয়োগের জন্য ৪টি লটে দরপত্র আহবান করা হয়। লট নং ৪ এ মজু চৌধুরী লঞ্চ ঘাট হইতে মেঘনা নদীর রুটে সর্ব্বনিম্ন দরদাতা হিসাবে মেসার্স মাইক্রোমেক্স এন্ড এসোসিয়েটস লিঃ কার্য্যাদেশে প্রাপ্ত হয়। সেই মোতাবেক কর্তৃপক্ষ ও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চুক্তি পত্র হয়। মেসার্স মাইক্রোমেক্স কোং এর নিজস্ব কোন ১৬” ড্রেজার না থাকায় তাহারা পানি উন্নয়ন বোর্ড হইতে সরকারী ড্রেজার ভাড়া করিয়া উক্ত রুটে নদী খনন করার জন্য এক লক্ষ ঘন মাটি খননের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। তদানুযায়ী পানি উন্নয়ন বোর্ডের উক্ত ড্রেজার সর্বমোট ৬৫২১৩.৫১ ঘনমিটার মাটি খনন করেন এবং মেসার্স মাইক্রোমেক্স এন্ড এসোসিয়েটস লিঃ এর পশ্চিমে বিমল চন্দ্র ভদ্র উক্ত ঘনমিটারের টাকা পানি উন্নয়ন বোর্ড বরাবরে পরিশোধ করেন। BIWTA এর চুক্তি অনুযায়ী দুই লক্ষ ঘনমিটার মাটি কাটার কথা থাকিলেও BIWTA এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগন তাহাদের পরিমাপ বহি ১৭৩ এ ১৩৩২৩৩.০০ ঘনমিটার মাটি খননের কাজ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত মাটি খননের বিল বাবৎ সর্বমোট =১,৩৫,৪১,৮২২.৪৫ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, পানি উন্নয়ন বোর্ডের ড্রেজার ব্যাতিত অন্য কোন ১৬” ইঞ্চি ড্রেজার বিশিষ্ট ড্রেজার দ্বারা =৬৫২১৩.৫১ ঘনমিটার মাটি খনন করিয়াছেন এমন কোন পরিমাপ কিংবা কাগজপত্র/ রেকর্ড পত্র দাখিল করিতে পারেন নাই। আমি উল্লিখিত কারনে আসামীর বিরুদ্ধে দুদকের অনুমতি ক্রমে এই এজাহার দায়ের করি। এজাহার ও আমার স্বাক্ষর প্রদঃ ১, ১/১ মামলা দায়েরের অনুমোদন পত্র দুদক প্রধান কার্যালয়ের স্মারক নং

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		৪২৭৭, তাং ২৮/২/২০১১ ইং দাখিল করিলাম । উহা প্রদঃ ২ হবে। পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আমি এ মোকদ্দমা তদন্ত করি। অত্র মামলার তদন্তকালে BIWTAর কাছ হইতে মামলা সংক্রান্ত কাগজপত্র জব্দ করি । পানি উন্নয়ন বোর্ড হইতে কাগজপত্র জব্দ করি। জব্দকৃত আলামত সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিদের জিম্মায় প্রদান করি। আসামী ও স্বাক্ষীদের বক্তব্য ফৌঃ কাঃ বিঃ'র ১৬১ ধারায় লিপিবদ্ধ করি। ঘটনাস্থান পরিদর্শন করিয়া ৪/৯/২০১১ ইং তারিখে এজাহারে বর্ণিত আসামীর বিরুদ্ধে এজাহারে উল্লিখিত টাকার আত্মসাতের দায়ে এজাহার বর্ণিত ধারায় চার্জশীট দাখিলের সুপারিশে সাক্ষ্যের স্বারক কর্তৃপক্ষ বরাবরে দাখিল করি। পরবর্তীতে দুদক প্রধান কার্য্যালয় ঢাকায় স্মারক নং ২৬০৯ তাং ৩০/১/২০১২ ইং মোতাবেক চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন প্রাপ্ত হইয়া মতিঝিল থানার চার্জশীট নং ১০৩ তাং ৭/২/২০১২ আদালতে দাখিল করি। চার্জশীট দাখিলের অনুমোদনপত্র প্রদ: ৩ হবে। পানি উন্নয়ন বোর্ড নারায়নগঞ্জ হইতে ৭/৬/২০১১ ইং তারিখে যে কাগজপত্র আমার অফিসে আনিয়া জব্দ করা হয় ঐ জব্দ তালিকা ও আমার স্বাক্ষর প্রদঃ ৪, ৪/১ হবে। জিম্মানামা ও আমার স্বাক্ষর প্রদঃ ৫, ৫/১, ২৭/৭/২০১১ তারিখে আমার অফিস BIWTA এর কাগজপত্র নির্বাহী প্রকৌশলী সাইদুর রহমানের কাছ হইতে জব্দ করি। জব্দ তালিকা ও আমার স্বাক্ষর প্রদঃ ৬, ৬/১। জিম্মানামা ও আমার স্বাক্ষর প্রদঃ ৭, ৭/১ হবে। ××× ১-৩নং আসামীপক্ষে। দুদকের মামলা দায়েরের পূর্বে অনুসন্ধান করিতে হয়। কমিশনের অনুমতি নিয়া এ মামলা দায়ের করি ইহা এজাহারে নাই। আমি এ মামলার অনুসন্ধান করিয়াছি। অনুসন্ধান কালে আমি BIWTA এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের মধ্যে BIWTA এর মতিঝিল ঢাকার অফিসে যাই। অনুন্ধান কালে BIWTAর মতিঝিল অফিস ছাড়া অন্য কোন অফিসে আমি যাই নাই। পত্রিকার খবরের উপর ভিত্তি করিয়া কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আমি অনুসন্ধান কাজ শুরু করি। উক্ত বিষয় এজাহারে উল্লেখ করি নাই। অনুসন্ধানের জন্য কর্তৃপক্ষের নির্দেশ সংক্রান্ত পত্র নং এজাহারে উল্লেখ করি নাই। এজাহার সংযুক্ত শব্দ সহ লাইনটি আমার হাতে লেখা। ইহা সত্য নয় যে, আমি কোন অনুসন্ধান না করিয়া সম্পূর্ন অসৎ উদ্দেশ্যে আসামীদের ও হয়রানী করার জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া মিথ্যা এজাহার করিয়াছি এবং আসামীগন আমার চক্রান্তের শিকারে এবং আসামীগন সম্পূর্ন নির্দোষ। ঠিকাদার এবং BIWTAর মধ্যকার উক্ত চুক্তি পত্রের কথা এজাহারে উল্লেখ্য আছে। কিন্তু চুক্তি পত্র পর্যালোচনার কথা এজাহারে নাই । ৪নং আসামী xxx একই জেরা । (চলবে)। স্বা/- অস্পষ্ট ৩০.০১.২০১৩

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আমি অনুসন্ধানকালে কোন কাগজপত্র জব্দ করি নাই। তবে BIWTA এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড নারায়নগঞ্জ অফিস হইতে সংশিষ্ট কাগজপত্রের ফটোকপি সংগ্রহ করিয়াছি। এই মামলার ৪নং আসামী বিমল চন্দ্র ভদ্র ঠিকাদার এজাহারে কাগজপত্রের ফটোকপি সংগ্রহ করি তাহা লেখা নাই। অনুসন্ধানকালে আসামী বিমল চন্দ্র ভদ্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করি। বিমল চন্দ্র ভদ্র তাহার Contract এর ফটোকপি আমাকে দিয়াছিল। ইহা সত্য নহে যে, বিমল চন্দ্র ভদ্রই প্রকৌশলী এর সকল কাগজপত্র আমাকে দিয়াছে। বিমল চন্দ্র ভদ্র মিরাজ ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটি কাগজ দিয়াছিল। সাক্ষী আপত্তি করিয়া বলে। কিন্তু ফতুল্লা থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে লিখিয়াছিলাম যে, ঐ রকম প্রতিষ্ঠান আছে কিনা, এবং ফতুলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আমাকে ইং ২০/১১/২০১০ তারিখ প্রতিবেদন দেয় যে, ঐ ঠিকানায় মিরাজ ইঞ্জিনিয়ারিং নামের প্রতিষ্ঠান এবং মালিক আলম খুজিয়া পাওয়া যায় নাই। এই সেই প্রতিবেদন (প্রদঃ)। এজাহারে উল্লেখ নাই যে, ঠিকদার বিমল চন্দ্র ভদ্র মিথ্যা কাগজপত্র দিয়াছে। ইহা সত্য নহে যে, আমি এজাহারে মিথ্যা লিখিয়াছি যে, পানি উন্নয়ন বোর্ডের ড্রেজার ছাড়া অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের ড্রেজার দ্বারা কাজ করিয়াছেন তাহার কোন কাগজপত্র প্রদান করিতে মেসার্স মাইক্রোমেক্স এসোসিয়েটস ব্যর্থ হন। ইহা সত্য নহে যে, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠঠান পানি উন্নয়ন বোর্ডের ড্রেজার এবং অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের ড্রেজার সকল কাজ সুন্দরভাবে সম্পন্ন করিয়াছে, কিন্তু আমি কাগজপত্র পর্যালোচনা না করিয়া মিথ্যা এজাহার দায়ের করিয়াছি। স্বা/- অস্পষ্ট ০৫.০১.২০১৫ পুনঃ জবানবন্দি অমি এই মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। চলবে। স্বা/- অস্পষ্ট ০৫.০১.২০১৫ পি.ডব্লিউ-২ মোঃ আবদুল মতিন, গত ২৭/৭/২০১১ ইং তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় আমাদের দুদক অফিসে সহকারী পরিচালক তাহসিনুল হক মতিঝিল থানার মামলা নং ৬০(৩)১১ সংক্রান্ত সাইদুর রহমানের নিকট হইতে কিছু কাগজপত্র আমার সামনে জব্দ করেন । জব্দ তালিকায় আমার স্বাক্ষর আছে। আমার স্বাক্ষর প্রদঃ ৬/২ হবে । XXX সহকারী পরিচালক তাহসিনুল হক আমার উর্দ্ধতন অফিসার। তাহার নির্দেশে আমি জব্দ তালিকায় স্বাক্ষর করিয়াছি। স্বা/- অস্পষ্ট ৩০.০১.২০১৩

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

পি.ডব্লিউ-৩

দুলাল চন্দ্র মজুমদার,

গত ২৭/৭/২০১১ ইং তারিখে আমি নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ সাইদুর রহমানের সাথে দুদক কার্য্যালয়ে যাই। আমাদের অফিস হইতে কিছু কাগজপত্র দুদক অফিসে নেওয়া হয়। তার পর ঐ কাগজপত্র আবার আমাদের অফিসে নিয়া আসি। ঐ কাগজপত্র দুদক কর্মকর্তা জব্দ করিয়াছে। জব্দ তালিকায় আমি স্বাক্ষর করিয়াছি। আমার স্বাক্ষর প্রদঃ ৬/৩।

XXX

নির্বাহী প্রকৌশলী সাইদুর রহমান আমার উর্দ্ধতন কর্মকর্তা। তিনি যে কাগজপত্র আমাকে দিয়াছে তার নির্দেশ মোতাবেক ঐ ঐ কাগজপত্র আমি নিয়াছি। এছাড়া আমি আর কিছু জানি না।

স্বা/- অস্পষ্ট
৩০.০১.২০১৩

পি.ডব্লিউ-৪

মোঃ সাইদুর রহমান,

মতিঝিল থানার মামলা নং ৬০, তাং ২১/৩/২০১১ ইং এই মামলা সংক্রান্ত নথী পত্র দুদকের সহকারী পরিচালক তাহসিনুল হকের কাছে আমি দুদক কার্যালয়ে তাহার চাহিদা মতে উপস্থাপন করিয়াছি। তিনি ২৭/৭/২০১১ ইং তারিখে উক্ত নথীপত্র জব্দ করিয়া আমার জিম্মায় দেয়। জিম্মানামায় আমার স্বাক্ষর আছে। উহা প্রদঃ ৭/২ হবে। আমার জিম্মায় থাকা আলামত কাগজপত্র আদালতে আনিয়াছি। উক্ত কাগজ পত্র আদালতে আজ দাখিল করিব।

XXX

আমি এই মামলার ঘটনার সময় একই বিভাগের সহঃ প্রকৌশলী ছিলাম।এই মামলার এজাহার বর্ণিত ৪টি লটের মধ্যে আমি সম্ভবত লট নং ০১ এ কর্মরত ছিলাম।

স্বা/- অস্পষ্ট
৩০.০১.২০১৩

আমি বর্তমানে নির্বাহী প্রকৌশলী/ ঠিকাদার প্রাইভেট ড্রেজার নিতে পারিবেনা এরূপ কোন কিন্তু আমাদের চুক্তিতে লেখা থাকে না। ড্রেজিং কার্যাক্রম শুরুর আগে সরেজমিনে মেশিনের মাধ্যমে হাইড্রোগ্রাক্কি জরীপ করা হয়। কাজ শেষে পুনরায় চুড়ান্ত হাইড্রোগ্রাফি জরীপ করা হয়। উভয় জরীপের মাধামে মাটি কাটার পরিমান নির্নয় করা হয়। আমাদের মাটি কাটার এবং পরিমাপ ও পরিমান নির্নয়ের বিষয়ে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের যাতে টিম পুনঃ জরীপ করে। তারপর চুড়ান্ত রিপোর্ট দেওয়ার পর চুড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়।

বিল পরিশোধের বিষয়ে BIWTA র মনিটরিং কমিটির সুপারিশ প্রয়োজন হয়। মনিটরিং কমিটিতে ৫/৬ জন লোক থাকে। BIWTA এর পরিচালক ঐ কমিটির প্রধান থাকে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		দুদকের সহকারী পরিচালকের মৌখিক চাহিদা মোতাবেক আমি কাগজপত্র সরবরাহ করিয়াছে। স্বা/- অস্পষ্ট Re-call. নথী নং ডি/৫-৭৪ (৯৬-১) অংশ দাখিল করিলাম। উক্ত নথী প্রদঃ ৮ হতে পরিমাপ বহি নং ১৭৩ দাখিল করিলাম । উহা প্রদঃ ০৯ হবে। XXXX আমার দাখিলী নথীতে কি কি কাগজপত্র আছে বলিতে পারিব না । উক্ত নথী আগেই আদালতে জমা দিয়াছি। ইহা সত্য নয় যে, নালিশী প্রকল্পের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আমার দাখিলী নথীতে নাই।প্রকল্পে কয়টি রানিং বিল হয় আমি জানি না। স্বা/- অস্পষ্ট ২১.০৪.২০১৩ পি.ডব্লিউ-৫ মোঃ আমির হোসেন এই মামলার ঘটনার সময় আমি পানি উন্নয়ন বোর্ড ঢাকার এস ই পরিদপ্তর তেজগাঁওয়ে কর্মরত ছিলাম। পরবর্তীতে ২০১০ইং সালে আমি নারায়নগঞ্জ ড্রেজিং পরিদপ্তরে বদলী হইয়া আসি। দুদকের চাহিদা মোতাবেক আমি দুদক ঢাকায় এই মামলা সংক্রান্ত কাজের অফিসিয়াল ফাইল দাখিল করিয়াছি। ঐ ফাইলের যাবতীয় কাগজপত্রের ফটোকপি দুদক রাখিয়া মূল ফাইল ফেরত দিয়েছে মুল ফাইল আজ আদালতে দাখিল করিব। দুদকের চাহিদা পত্র আমার নামে পাঠায় নাই। দুদক চাহিদাপত্রে কি কি কাগজ চাহিয়াছে। ঐ চাহিদাপত্র এখন দেখাইতে পারিব না। উহা অফিসে আছে। উক্ত ফাইল কে আমাকে দিয়া দুদকে পাঠায় ঐ চিঠি এখন আমার কাছে নাই। পরে দাখিল করিব। আজকে যে ফাইল আমি জমা দিলাম ঐ ফাইলে কি কি কাগজ আছে বলিতে পারিব না। উক্ত কাগজগুলি দুদকে জমা দেওয়ার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী আমাকে পাঠাইয়াছে। কাগজ জমা দেওয়ার কোন লিষ্ট আমাকে নির্বাহী প্রকৌশলী দেয় নাই। যে নির্বাহী প্রকৌশলী আমাকে দুদকে পাঠায় আমি তার অধীনে কর্মরত ছিলাম। ইহা সত্য নয় যে, নির্বাহী প্রকৌশলী তার একসেট বানানো কাগজ দিয়া আমাকে দুদকে প্রেরণ করে এবং তার নির্দেশে ঐ বানানো কাগজ দুদকে জমা দিয়াছি। স্বা/- অস্পষ্ট ২০.০৩.২০১৩ পি.ডব্লিউ-৬ মোঃ সুলতান আমি এই মামলার ঘটনার সময় নারায়নগঞ্জে পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ড্রেজার মাষ্টার ছিলাম। অফিস হইতে আদেশ পাইয়া ড্রেজার নিয়া লক্ষীপুর যাই ড্রেজিং করিবার জন্য। ঐ

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		খানে ৬৫২১৩/৫১ ঘনমিটার ড্রেজিং করিয়াছি। ১৫/৯/২০০৫ ইং হইতে ২০/১২/২০০৫ইং পর্যন্ত ড্রেজিং কাজ করিয়াছি। মাটি ড্রেজিং করার পর আমি পরিমাপ করিনা। পরিমাপ করে আমার ইঞ্জিনিয়ার সাহেব। আমি ড্রেজিং মেশিন পরিচালনা করি। একটি ড্রেজিং মেশিন একদিনে কি পরিমান মাটি কাটিতে পারে ঐ হিসাব আমি দিতে পারিব না। আমি সাক্ষ্য দেওয়ার সময় আমার হাতে একটি চিরকুট ছিল। ঐ চিরকুট দেখিয়া আমি মাটির পরিমান বলিয়াছি। স্বা/- অস্পষ্ট ২০.০৩.২০১৩ পি.ডব্লিউ-৭ মোঃ আকবর আলী মিয়া ২০০৫ ইং সালের অনুমান ১৫/৯/২০০৫ ইং হহতে ২৭/১২/২০০৫ ইং পর্যন্ত লক্ষীপুর মজু চৌধুরীর ঘাটে ড্রেজার মেশিন দিয়া ৬০২১৩ ঘনমিটার মাটি কাটিয়াছি। উক্ত মাটি কাটার কাগজপত্র অফিসে দাখিল করা আছে। XXX আমি এখনো ড্রেজার মেশিনের ড্রাইভার। ড্রেজার মেশিন প্রতি ঘন্টায় ২৫০-৩০০ ঘনমিটার মাটি কাটে। মাটির পরিমান করে ইঞ্জিনিয়াররা। মাটির পরিমান ইঞ্জিনিয়ারের কাছে শুনিয়া বলিয়াছি। মাটি আমি নিজে কাটিয়াছি। স্বা/- অস্পষ্ট ২০.০৩.২০১৩ পি.ডব্লিউ-৮ মোঃ সাইফুল ইসলাম লক্ষীপুর মজু চৌধুরীর ঘাট হইতে মেঘনা নদীর মোহনা পর্যন্ত এক লক্ষ ঘনমিটার মাটি ড্রেজিং করার জন্য মেসার্স মাইক্রোমেক্স এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে একটি চুক্তিপত্র সম্পন্ন হয়। মুলতঃ কাজটি ছিল বিআইডব্লিউটি এর। মেসার্স মাইক্রোমেক্স পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিকট হইতে এসডি চিত্রা ১৮" কাটার সাকশন ড্রেজার উক্ত প্রকল্প ভাড়া ভিত্তিতে নিয়োজিত করে। আমি উক্ত ড্রেজারের ড্রেজার ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কর্মে নিয়োজিত ছিলাম। ১৫/৯/২০০৫ ইং সালে ড্রেজার টি উক্ত প্রজেক্টের স্থাপন করা হয়। ২৭/১২/২০০৫ ইং পর্যন্ত উক্ত প্রকল্পে ৬৫৩১২ ঘনমিটার মাটি ড্রেজিং করা হয়। পরে ৬৫২১২ ঘনমিটার ড্রেজিং করা হয়। আমি ৫/১২/২০০৫ ইং পদোন্নতি পাইয়া উক্ত প্রকল্প হইতে প্রত্যহার হই। অতপর ৫ বছর আবার পদোন্নতি পাইয়া বিভাগীয় প্রকৌশলী হিসাবে পাউবোতে কর্মরত আছি। বর্তমানে ঐ প্রজেক্টের ব্যাপারে আমার খোজ খবর নাই। এই মামলার আই.ও তদন্তকালে আমার জবানবন্দি নিয়াছে।

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		××× বিমন চন্দ্র ভদ্র পক্ষেঃ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে মাইক্রোম্যাক্সের যে চুক্তি হয় ঐ চুক্তির বিষয়বস্তু আমি জানি না। চুক্তি পত্রের শর্তাবলী আমি জানি না। ৫/১২/২০০৫ ইং পর্যন্ত ৫০,০০০/- ঘনমিটারের কিছু বেশী ড্রেজিং করা হয়। বাকী কাজ আমি চলিয়া আসার পর সম্পন্ন হইয়াছে কি হয় নাই আমি জানিনা। আমার থাকাবস্থায় পঞ্চাশ হাজার ঘনমিটার ড্রেজিং হয়। আই ও এর কাছে যে পরিমাপের কথা বলিয়াছি উহা আমার শেষ কথা। মাইক্রোম্যাক্স চুক্তি মোতাবেক ড্রেজিং সম্পন্ন করে কিনা আমি জানি না। কারণ আমি উক্ত প্রজেক্ট হইতে চলিয়া আসি। অন্য মামলা পক্ষ্যে ডিজাইন। স্বা/- অস্পষ্ট ২০.০৩.২০১৩ পি.ডব্লিউ-৯ সিরাজ উদ্দিন আহম্মেদ ভুইয়া, আমি বি আই ডব্লিউ টি এ এর পরিচালক হিসাবে এর দায়িত্বে ছিলাম। ইং ২০০৪-২০০৫ সালে একটি প্রকল্প ৪(চার) টি গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ খনন প্রকল্পের অধীন মেঘনা নদীতে লক্ষীপুরের মজু চৌধুরীর হাট এলাকায় ড্রেজিং কাজ সম্পাদন করার ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মোসার্স মাইক্রোম্যাক্স এসোসিয়েটস লিমিটেড মোট ২,০০,০০০/- ঘনমিটার মাটি কাটার জন্য ঐ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে বি আই ডব্লিউ টি এ চুক্তিবদ্ধ হয়। চুক্তির বিপরীতে ১,৯৮,৪৪৬ ঘনমিটার মাটি কাটার বিল চেকের মাধ্যমে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে পরিশোধ করা হয় যাহার নীট অর্থের পরিমান ২,০১,৭০,১২৬/ টাকা। পরে এই বিষয়ে মামলা হইতে আমি দুদকের তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে জবানবন্দি দিয়াছি। xxx সকল আসামী পক্ষে জেরাঃ এই বিলের চেক প্রদানের জন্য চুড়ান্ত অনুমোদন আমি দিয়াছিলাম বিলের সাথে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছিল যাহা আমি পর্যালোচনা করিয়া সঠিক পাই। ঐ বিল পরিশোধের ৬(ছয়) মাস পরে পি জি Performance guarantee এর ম্যাপও পরিশোধ করা হয়। স্বা/- অস্পষ্ট ৩০.০৯.২০১৩ পি.ডব্লিউ-১০ আমার নাম আবুল কাশেম, এই মামলার বিষয়ের সংশিষ্ট সময়ে আমি বিআইডব্লিউ টি এর এর পরিচালক নিরীক্ষা হিসাবে কর্মরত ছিলাম। এবং এখনও একই পদে কর্মরত। অত্র মামলার ঘটনার সময় চারটি গুরুত্বপূর্ণ নৌপথের মধ্যে একটি লক্ষীপুরের মজু চৌধুরীর হাট এলাকায় মেঘনা নদীতে ড্রেজিং মাধ্যমে= ২,০০,০০০/- ঘনমিটার মাটি কাটার জন্য বিআইডব্লিউ টি এ এবং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মেসার্স মাইক্রো ম্যাক্স এ্যাসোসিয়েটস লিঃ এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তি আওতায় ১,৯৮,৪৪৬/- ঘনমিটার মাটি খননের চুড়ান্ত বিল বিআইডব্লিউটিএ এর হিসাব বিভাগে পেশ করা হইলে হিসাব বিভাগ কর্তৃক চূড়ান্ত বিল পরিশোধের পূর্বে নীরিক্ষা বিভাগে প্রেরণ করা হয়। নিরীক্ষা বিভাগের প্রধান আমি ছিলাম। নিরীক্ষা বিভাগ হইতে ঐ বিল ও বিল সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পরীক্ষা পূর্বক নিরীক্ষা ছাড় দেওয়া হয়। পরে এই বিষয়ে দুদুকে মামলা হইলে দুদকের তদন্তকারী কর্মকর্তা আমাকে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছে। XXX এস.বি প্রগ্রেস রিপোর্ট, বুয়েট এর প্রতিবেদন Monetary Committee এর রিপোর্ট পর্যালোচনা ও পরীক্ষা করিয়াছি। সকল কাগজপত্র সঠিক পাইয়া নিরীক্ষা ছাড়পত্র প্রদান করিয়াছি। স্বা/- অস্পষ্ট ৩০.০৯.২০১৩ **পি.ডব্লিউ-১১** **মোঃ আঃ মালেক,** এই মামলার অভিযোগ সংক্রান্ত প্রকল্পের সময় আমি বিআইডব্লিউটিএ এর সহকারী হিসাব কর্মকর্তা ছিলাম। লক্ষীপুর মজু চৌধুরীর হাট সংলগ্ন মেঘনা নদীর গুরুত্বপূর্ণ নৌপথের মাটি খননের জন্য বিআইডব্লিউটিএ এর সহিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান 'মেসার্স মাইক্রোম্যাক্স এ্যাসোসিয়েটস লিঃ এর সহিত চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ী তাহারা মাটি কাটেন অর্থাৎ নদী খনন করেন ২,০০,০০০/- ঘনমিটার মাটি কাটার কথা ছিল। ১,৯৮,৪৪৬/ ঘনমিটার মাটি কাটে। উক্ত মাটি কাটার বিল প্রকল্প বিভাগ হইতে প্রতায়ন করিয়া হিসাব বিভাগে পাঠান হইতে আমরা ঐ বিল পরীক্ষা করিয়া উহা নিরীক্ষা বিভাগে প্রেরণ করি। নিরীক্ষা ছাড়পত্র পাওয়া গেলে আমরা ২,০১,৭০,১২৬/- টাকার পরিশোধ করি। ××× আসামী পক্ষের জেরাঃ ডিকলাইন্ড স্বা/- অস্পষ্ট ৩০.০৯.২০১৩ **পি.ডব্লিউ-১২** **প্রকৌশলী মোঃ মাহমুদুল আমীন খান,** আমি ২০০৫ সালে নির্বাহী প্রকৌশলী হিসাবে (ড্রেজার পরিদপ্তর), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে কর্মরত ছিলাম। ঐ সময় মাইক্রোমাক্স এন্ড এ্যাসোসিটেস লিঃ এর পক্ষে ডাইরেক্টর বিমান ভদ্র এর সাথে ১,০০,০০০/- ঘনমিটার মাটি খননের জন্য এবং অন্যান্য কার্য্যসহ ৮৯,৫৭,৫৬০/- টাকার চুক্তি হয় আমাদের সাথে। ইং ১১/০৮/২০০৫ তারিখ ৩০০/-

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		টাকার ষ্ট্যাম্পে চুক্তি সম্পাদন হয়। এই সেই চুক্তিপত্র (প্রদঃ-১০) এবং উহাতে আমার স্বাক্ষর এই (প্রদঃ-১০/১)। উহাতে বিমল ভদ্রের স্বাক্ষর এই (প্রদঃ-১০/২)। ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে কাজ শুরু হয় এবং ঐ বৎসর ডিসেম্বরে শেষ হয়। জয়েন্ট মেজারমেন্ট হয় তাহাতে ৬২,২১৩.৫৪ ঘনমিটার মাটি খনন করা হয় এবং ৫৮,৩৫,৫৭৩/- বিল দাখিল করে এবং আমাদেরকে ৫৮,৩৫,৫৭৩/- টাকা দিয়াছে। ইং বিভিন্ন তারিখের Joint Survey Inesurment ২১ পৃষ্ঠা (প্রদঃ-১১)। ইং ২৯/১১/২০০৫ তারিখের বিল (প্রদঃ-১২) এবং উহাতে আমার স্বাক্ষর (প্রদঃ-১২/১)। XXX Measurement এ আমার স্বাক্ষর নাই। স্বা/- অস্পষ্ট ০৬.১১.২০১৪ পি.ডব্লিউ-১৩। মোঃ আবুল কালাম আজাদ, ২০০৫ সনে আমি একই পরিদপ্তরে নারায়নগঞ্জে উপ-বিভাগীয় প্রকৌশুলী হিসাবে কর্মরত ছিলাম। ঐ সময় মাইক্রোমাক্স এন্ড এ্যাসোসিয়েটস লিমিটেডের সাথে আমাদের একটি চুক্তি হয় ১,০০,০০০/- ঘনমিটার মাটি কাটার জন্য আমাদের ড্রেজার ব্যবহার করিবে। ইং ১১/৮/২০০৫ তারিখে ঐ চুক্তিতে আমি সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর করিয়াছি এই (প্রদঃ ১০/২)। সেপ্টেম্বর ২০০৫ হইতে ডিসেম্বর ২০০৫ পর্যন্ত সময়ে মাটি কাটা হয় এবং বিভিন্ন সময়ে জয়েন্ট মেজারমেন্ট হয় তাহা ২১ পাতা যাহাতে আমার স্বাক্ষর এই (প্রদঃ-১১/১)। মেজারমেন্টে মোতাবেক ৬৫,০০০/- ঘন মিটার মাটি কাটা হয়। আমরা ৫৮,০০,০০/- টাকার বিল করি। যাহাতে আমার স্বাক্ষর আছে (প্রদঃ--)। ××× আসামী পক্ষের জেরা। Declined. স্বা/- অস্পষ্ট ০৬.১১.২০১৪ পি.ডব্লিউ-১৪। মোঃ খোরশেদ আলম, আমি ২০০৫ সালে উপ সহকারী প্রকৌশলী হিসাবে ড্রেজার পরিদপ্তর বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে কর্মরত ছিলাম। বাকী অংশ। Tender. xxx আসামী পক্ষের জেরা। Declined. স্বা/- অস্পষ্ট

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		০৬.১১.২০১৪ পি.ডব্লিউ-১৫ সৈয়দ তাহসিনুল হক, আমি এই মামলাটি দায়েরের পর দুদক সজেকা ঢাকা-১ এর স্মারক নং-৯৬৮, তাং ২৬/৫/১১ খ্রিঃ মোতাবেক আমাকে এই মামলার তদন্ত করে সাক্ষ্য স্মারক দাখিলের নির্দেশ দেয়া হয়। উক্ত পত্রের কপি এই প্রদর্শনী-১২ হিসেবে চিহ্নিত হল। তদনুযায়ী আমি মামলার তদন্ত কার্যক্রম শুরু করে ঘটনাস্থল পরিদর্শন, সাক্ষীদের বক্তব্য গ্রহন ও গত ৭/৬/১১ খ্রিঃ তারিখে সময় সকাল ১০.০০ ঘটিকায় জনাব মোঃ আমির হোসেন উপ সহকারী প্রকৌশলী পাউবো নারায়নগঞ্জের নিকট হতে সাক্ষীদের উপস্থিতিতে জব্দ তালিকায় বর্ণিত আলামত সমূহ জব্দ করি এবং একই তারিখে সাক্ষীদের উপস্থিতিতে জিম্মানামার মাধ্যমে আলামত সমূহ মোঃ আমির হোসেন, উপ-সহকারী প্রকৌশলীর নিকট জিম্মায় প্রদান করি। এই সেই জব্দ তালিকা সহ আমার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১৩, ১৩/১ । জিম্মানামা সহ জিম্মা গ্রহনকারী ও আমার স্বাক্ষর এই প্রদর্শনী-১৪, ১৪/১ হিসেবে চিহ্নিত হলো। গত ২৭/৭/১১ খ্রিঃ তারিখে সময় ১১.০০ ঘটিকায় মোঃ সাইদুর রহমান নির্বাহী প্রকৌশুলী, ড্রেজিং বিভাগ, বি.আই.ডাব্লিউটি.এ মতিঝিল হতে সাক্ষীদের উপস্থিতিতে জব্দ তালিকায় বর্ণিত আলামত সমুহ জব্দ করি। এই সেই জব্দ তালিকা সহ স্বাক্ষর প্রদঃ ১৫, ১৫/১ চিহ্নিত হলো। একই তারিখে আলামতসমুহ জনাব মোঃ সাইদুর রহমান নির্বাহী প্রকৌশলী বিআইডাব্লিউটিএ বরাবরে জিম্মায় দেয়া হয়। এই সেই জিম্মানামা এবং স্বাক্ষর প্রদঃ ১৬, ১৬/১ হিসেবে চিহ্নিত হয়। ঐ একই তারিখে ১২.০০ ঘটিকার একই ব্যক্তি হতে একই সাক্ষীদের মোকাবিলায় আরও কিছু আলামত জব্দ করি। এই সেই জব্দ তালিকা সহ আমার স্বাক্ষর প্রদঃ-১৭, ১৭/১ হিসেবে চিহ্নিত হলো। ঐ একই সময় আলামত সমুহ একই ব্যাক্তি বরাবরে জিম্মায় দেয়া হয়। এই সেই জিম্মানামা ও স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১৮, ১৮/১ হিসেবে চিহ্নিত হলো। (চলবে) **১০.০৯.২০১৫ বাকী জবানবন্দি** মামলার তদন্তকালে জব্দকৃত/ সংগৃহীত রেকর্ড পত্র, আসামী ও সাক্ষীদের বক্তব্য, ঘটনাস্থল পরিদর্শন পর্যালোচনায় দেখা যার বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক মজু চৌধুরী লঞ্চ ঘাট হতে মেঘনা নদী রুটে ড্রেজিং করার জন্য দরপত্র আহবান করা হয়। উক্ত দরপত্রে মেসার্স মাইক্রো ম্যাক্স এন্ড এসোসিয়েটস লিঃ সর্ব নিম্ন দরদাতা বিবেচিত হওয়ায় তাহাকে কার্যাদেশ দেয়ার সুপারিশ করা হয় সেই মোতাবেক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পরিচালক বিমল চন্দ্র ভন্দ্র এবং বিআইডব্লিউটিএ এর পক্ষে মোঃ সাইফুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলী সাক্ষীদের উপস্থিতিতে ২ লক্ষ ঘন মিটার মাটি ডেজিং এর জন্য চুক্তি সম্পাদন করে। সেই মোতাবেক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের ১৬" ডায়া বিশিষ্ট কোন ড্রেজার না থাকায় উক্ত প্রতিষ্ঠান পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে এক লক্ষ ঘন মিটার মাটি কর্তনের চুক্তি সম্পাদন করে। উক্ত চুক্তি

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মোতাবেক পানি উন্নয়ন বোর্ডের ড্রেজার দ্বারা উক্ত প্রকল্পের মাটির খনন কাজ সম্পন্ন করেন। পানি উন্নয়ন রেকর্ড হতে জব্দকৃত রেকর্ড পত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তাদের ড্রেজার দ্বারা ৬৫২১৩.৫১ ঘন মিটার মাটি খননের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সেই মোতাবেক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান পানি উন্নয়ন বোর্ডের কোষাগারে/সরকারী কোষাগারে অর্থ জমা করে। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান অন্য কোন ড্রেজার দ্বারা বাদ বাকী মাটি খননের কাজ সম্পন্ন করেছেন এবং তাদের বিল প্রদান করেছেন এমন কোন তথ্য কিংবা কাগজপত্র দাখিল করতে পারেনি। বিআইডব্লিউ টিএ এর কর্মকর্তা গন এবং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের পরিমাপ বহি নং ১৭৩ এর ১,৯৮,৪৪৬.৭৪ ঘন মিটার মাটি খননের কাজ লিপিবদ্ধ করে সরকারের ভ্যাট এবং আই.টি কর্তৃক শেষে ১,৩৫,৪১,৮২২.৪৫ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করে দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করে তারা পরীস্কার যোগসাজসে উক্ত টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ প্রাথমিক ভাবে প্রমানিত হওয়ায় আসামী ১) সাইফুল ইসলাম, ২) মোঃ সানাউল্লাহ, ৩) মোঃ আনোয়ার হোসেন এবং বিমল চন্দ্র ভদ্র এর বিরুদ্ধে পেনাল কোড এর ৪০৯/১০৯ এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারায় চার্জসীটের দাখিলের সুপারিশে সাক্ষ্যের স্মারক দাখিল করি। তৎপ্রেক্ষিতে দুদক প্রধান কার্যালয়ের স্মারক নং ২৬০৯, তাং ৩০/১/১২ অনুযায়ী আদেশ পাওয়া সাপেক্ষে আমি মামলার রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা শেষে মতিঝিল থানার মামলা নং ৬০, তাং ২১/৩/১১ তাং অভিযোগ পত্র ১০৩, তাং ৭/২/১২ বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করি। xxx সকল আসামী পক্ষে জেরা। আমি এই মামলার বাদী, আমি তদন্তকালে এজাহার পর্যালোচনা করি। এজাহারের ২য় প্যারায় ই.আর নং ৯/২০১০ লেখা আছে। এজাহার দায়েরের অনুমতিপত্র ই.আর নং ৪৮/২০১০ লেখা আছে। তবে উহাতে স্বাক্ষর উপ-পরিচালক মনিরুজ্জামান খানের আছে। (চলবে) xxx জেরা পুনরায় শুরু ড্রেজিং এর প্রজেক্ট হইল লক্ষীপুর আর মজু চৌধুরীর হাট হইতে মেঘনা লঞ্চ নৌ রুট এক্ষেত্রে ঘটনাস্থল কত কিলোমিটার গর্ত তা আমার স্মরন নাই। জেরা মুলতবী। xxxx জেরা পুনরায় শুরু জব্দ তালিকায় বর্ণিত কাগজপত্র গত ২৭/৭/২০১১ তারিখের সকাল ১১.০০ টায় জব্দ করি। তার ঐ তালিকায় ১১.০০ ঘটিকায় নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ সাইদুর রহমান ড্রেজিং বিভাগ। বিআইডাব্লিউটিএ মতিঝিল। গত ২৭/৭/২০১১ তারিখ বেলা ১৬.০০ ঘটিকার সময় আরো কিছু আলামত জব্দ করি ঐ দিন ঐ সময়ে জিম্মা নামায় দিই। সত্য যে, জিম্মায় নামার দেওয়ার সময় ভুল উল্লেখ করেছি। জব্দ তালিকা বা জিম্মানামায় এ কথা বলি নাই। আমি ঐ সব কাগজ পত্রের ফটোকপি নিয়েছিলাম। সত্য নয় যে, আমি জব্দকৃত আলামত পর্যালোচনা করি নাই । বিআইডব্লিউটিএ মাইক্রোম্যাক্সের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিনামা আমি জব্দ করেছি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		চুক্তিনামায় ফটোকপি আমার কাছে আছে। উহার কপি কোর্টে দাখিল করা হয় নাই সত্য। ঠিকাদার কিভাবে ড্রেজিং কাজ করবে সে বিষয়ে ট্রেন্ডার ডকুমেন্ট লেখা ছিল। ট্রেন্ডার ডকুমেন্ট কোন কলামে লেখা আছে তা আমার স্মরন নাই। সত্য যে চুক্তিপত্রে বিআইডব্লিউটিএ এর অধীন হাইড্রোগ্রাফি এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টম্যান্ট এর ইঞ্জিঃ দ্বারা প্রি-সার্ভে পরিমাপ করার বিধান আছে। প্রি-জরীপ হয়েছিল। সত্য যে প্রি জরীপের ৩ বার পোষ্ট জরীপও হয়। পোষ্ট জরীপ পরিদর্শন রিপোর্ট আমি পর্যালোচনা করেছি। প্রি জরীপ এ পোষ্ট জরীপের ব্যক্তিগন একই কিনা তাহা স্মরন নাই। সত্য যে হাইড্রোগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের কেউ মামলায় সাক্ষী নাই। সত্য যে, ট্রেন্ডার ডকুমেন্ট ১৬ ইঞ্চি ড্রেজার ব্যবহার করতে হবে একথা উল্লেখ আছে । সত্য যে পানি উন্নয়ন বোর্ড ব্যতিত যে কোন ড্রেজার ব্যবহার করতে কোন বাধা ছিল না চুক্তিতে। মুল্যায়ন কমিটির মনিটরিং কমিটি প্রতিবেদনটি প্রদর্শনী-৮ যুক্ত ইতোপূর্বে চিহ্নিত হইলেও ২৫/৪/২০০৬ তারিখে কোন প্রতিবেদন আমার কাছে নাই সত্য। জেরা মূলতবী। ***জেরা পুনরায় শুরু। গত ২৭/৭/২০১০ তারিখের জব্দ তালিকার কাগজপত্র শিগনিসার দিই। সত্য যে মুল্যায়ন কমিটির গত ১/১/২০০৬ তারিখের প্রতিবেদন ঐ জরীপ ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালক প্রতিবেদন। উক্ত প্রতিবেদনের ৬ জন ব্যক্তির স্বাক্ষর আছে। মোঃ সিকদার রহমান, উপ পরিচালক (বিলাস) মোঃ ওয়াজ উদ্দিন মোল্লা, ভারপ্রাপ্ত বিজ্ঞ উপপরিচালক (অধীন) (হাইড্রোগ্রাফি বিভাগ) মোহাম্মদ হোসেন, উর্দ্ধতন উপ পরিচালক (নৌ সড়ক বিভাগ) মোঃ সাইফুর রহমান নির্বাহী প্রকৌশী ড্রেজিং বিভাগ) (পরিচালক) মোঃ আঃ মতিন, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী সিরিন ড্রেজিং বিভাগ মোঃ রাকিবুল আলম, পরিচালক (পাবলিক বিভাগ) সকলেই বিআইডব্লিউটি এর কর্মকর্তা। সত্য যে, উক্ত ছয়জন বিল পরিশোধের সুপারিশ করিয়াছে। রিপোর্টে উল্লেখিত একজন প্রকল্প পরিচালক এ নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ সাইফুল ইসলাম অত্র মামলায় আসামী আছেন। হাইড্রোগ্রাফি জরিপের প্রতিবেদন জব্দ করি নাই । হাইড্রোগ্রাফী জরিপ সংক্রান্ত বিষয়ে আমি তদন্ত করি নাই সত্য। এমডি অর্থাৎ Measurement Bank টি পর্যালোচনা করেছি। সত্য যে, এমডি হাতে করে Manufactory লেখা হয়। সত্য যে, এমডি এর সাথে হাইড্রোগ্রাফী জরীপের পরিমাপ আমি তুলনা করি নাই। সত্য নয় যে, Measurement Bank ও হাইড্রোগ্রাফী জরীপের পরিমান যদি আমি যথাযথ ভাবে পরিচালনা করিতাম তাহা হইলে অত্র মামলার আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জশীট হতো না। সত্য নয় যে, হাইড্রোগ্রাফী চটি টি আমার জব্দকৃত কাগজপত্রের মধ্যে আছে আমি ইহা করেই তাহা পর্যালোচনা করি নাই। আসামীরা বিল পরিশোধের সুপারিশ করিলে কোন সরাসরি কোন বিল পরিশোধ করে নাই। নালিশী প্রকল্পের মাটি খনন সংক্রান্তে BUET এর একজন অধ্যাপক রেজাউর রহমান ডাইরেক্ট পানি ও বন্যা ইনষ্টিটিউট একটি প্রতিবেদন দেয় সত্য। ঐ প্রতিবেদনটি চেয়েছিলাম প্রকল্প পরিচালকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে এই প্রতিবেদনটি দেন। গত

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		২৮/৬/২০০৬ তারিখের প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত ডকুমেন্ট তে ছিল আমিসহ উল্লেখ আছে। ও পরিমানের উল্লেখ আছে। হিসাব বিভাগের। জেরা মুলতবী। xxx জেরা পুনরায় শুরু ২৮/৬/২০০৬ তারিখের প্রতিবেদনে ৪নং পাতায় ড্রেজিং ডালুনের পরিমান উল্লেখ আছে। ইঞ্জিনিয়ারিং মাপে ১৯৯২১৮ ঘনমিটার ও হাইড্রোগ্রাফি সঙ্গে উল্লেখ আছে। ২০১৬১৮ ঘন মিটারে উল্লেখ আছে। সত্য যে, এমডিতে ১৯৮৪৪৬ ঘন মিটার উল্লেখ আছে সত্য। সত্য যে, সর্ব নিম্ন পরিমাপের বিল পরিশোধ করা হয়। পরিশোধিত বিলে ড্রেজিং বিভাগের প্রধান প্রকল্পটি আঃ মতিনের অনুমোদন আছে সত্য। আঃ মতিন এই মামলায় সাক্ষী নাই। সত্য নয় যে, আঃ মতিন আমার এজাহার সমর্থন করে না বলে সে সাক্ষী নাই । সত্য নয় যে, হাইড্রোগ্রাফী জরিপ বিভাগের কেউ আমাদের মামলা সমর্থন করে না বলে তাদের কাউকে মামলায় সাক্ষী করি নাই। সত্য নয় যে, ড্রেজিং সংক্রান্তে মুল্যায়ন কমিটির কেউ আমার মামলায় সমর্থন করে না বলিয়া তাহাদের কে মামলায় সাক্ষী করি নাই। সত্য যে, ঠিকাদারের জামানত ও পরিশোধ করা হয়। সত্য নয় যে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে ঠিকাদারের যে চুক্তি হয় সেটিতে অত্র মামলায় আসামীরা সম্পৃক্ত নয়। সত্য যে অত্র মামলায় কাজ সংক্রান্তে ঠিকাদারের নিকট হইতে কোন কাগজপত্র জব্দ করি নাই। ঠিকাদার বিমল চন্দ্র ঘোষের জবানবন্দি আমি রেকর্ড করেছি। গত ২৯/৬/২০১১ তারিখে। সত্য নয় যে, ঠিকাদার জবানবন্দি দেওয়ার সময় আমার কাছে কাগজপত্র দিলেও আমি সেই সকল কাগজপত্র গ্রহন করি নাই। আমার তদন্তকারী সিরাজ ইঞ্জিনিয়ার নামে কোন প্রতিষ্ঠান আমি খুজিয়া পাই নাই। বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃপক্ষ বা উক্ত Propend এর সুবিধা ভোগী তাহারা কেউ আমার কাছে কোন অভিযোগ করে নাই সত্য । ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান অন্যকোন ড্রেজার দ্বারা বাকী মাটি সম্পন্ন করেছেন বা বিল গ্রহন করেছিল এমন কোন তথ্য বা কাগজপত্র দিলেও আমি তাহা বিবেচনা করি নাই মর্মে যে জবানবন্দি দিয়েছি তাহা অসত্য। ঠিকাদার মারা গিয়াছেন সত্য। সত্য নয় যে, ঠিকাদার জীবীত থাকিলে সে সকল কাগজপত্র উপস্থাপন করে আসামী পক্ষে সাফাই সাক্ষী দিতে পারতো। সত্য নয় যে, সাক্ষ্য প্রদান কালে আমি জবানবন্দিতে যে কথা বলেছি তাহা অসত্য। সত্য নয় যে, হয়রানি মুলক ভাবে মিথ্যা মামলা করে নিজেই আইও হয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তা হয়ে অসত্য প্রতিবেদন দাখিল করেছি। সত্য নয় যে, আসামীগন আমার চক্রান্তের স্বীকার ও আসামীরা সম্পূর্ণ নির্দোষ। ××× আসামী সাইফুল ইসলাম পক্ষে সত্য যে আমি অত্র মামলায় অনুসন্ধানকারী এজাহারকারী ও তদন্ত কারী কর্মকর্তা। এই সময় আমি সহকারী পরিচালক ছিলাম। আমি ঐ সমস্ত সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঢাকা-১ এ ছিলেন। আমাদের অফিসে মোট ০৪ জন সহকারী পরিচালক ছিলাম। বাকী ২ এক জন ছিল তবে প্রধান অফিসে কতজন সহকারী পরিচালক ছিল বলতে পারবো না। সত্য নয় যে, তিনটি

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		কাজই আমি একা করাই আমি একজন অতি উৎসাহী স্বাক্ষী। ১৫/৩/২০১০ তারিখে অনুসন্ধানের কপি সংক্রান্ত চিঠি পেয়ে ২২/৩/২০১০ তারিখ হইতে অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু করি এবং ৫/১২/২০১১ তারিখে আমি প্রতিবেদন দিই। পরে বলেন আমি ৫/১২/২০১১ তারিখে পুনঃ অনুসন্ধান প্রতিবেদন দিই। তার পূর্বেই প্রতিবেদন দিয়েছিলাম কবে দেখে ছিলাম সিডিতে না থাকায় বলতে পারছি না। সত্য নয় যে, আমার দাখিলী প্রথম অনুসন্ধানের প্রতিবেদনে মামলা করার মত কোন উপাদান না থাকায় দ্বিতীয় প্রতিবেদন দাখিল করি। ঘটনার প্রথম তারিখ অনুযায়ী ০৫ বছর ০৫ মাস ২৭ দিন পর এর দ্বিতীয় তারিখ অনুযায়ী ০৩ বছর ১১ মাস ২৩ দিন পর এজাহার দায়ের করি। সত্য যে ২১/৩/২০১১ তারিখে আমি এজাহার দায়ের করি। এবং ৫/১২/২০১০ তারিখে অনুসন্ধান প্রতিবেদন দেই। অনুসন্ধান কাজে ব্যয় অনুমান ০৮ মাস ১০ দিন সত্য। সত্য যে, এই সময় কাল ৩০ দিনের বেশী। মামলার তদন্তভার প্রাপ্ত হই ২৬/৫/২০১১ এর মামলার চার্জশীট দিয়েছি। ৭/২/২০১২। সত্য যে তদন্তকার্যক্রমে সর্বমোট ৮/১০ মাস সময় লাগে। সত্য যে ৬০ কার্যদিবসে চেয়ে এই সময়কাল অনেক নেহ। সত্য নয় যে অনুসন্ধান এজাহার ও তদন্তকার্যক্রম আমি আইনত পদ্ধতি অনুমান করি নাই। ঘটনাস্থল হইল ঢাকা মহানগরীর মতিঝিল থানাধীন বিআইডব্লিউটির প্রধান কার্যালয়। সত্য যে বিওইটি হইল আমাদের দেশের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। ২৮/৬/২০০৬ তারিখের বিওইটি এর প্রতিবেদনটি আমি পেয়েছিলাম। সত্য যে ঐ প্রতিবেদন দিয়েছেন বুয়েটের অধ্যাপক মোঃ রেজাউর রহমান পানি ও বন্যা ইনষ্টিটিউট বিভাগ। সত্য যে অধ্যাপক রেজাউর রহমানকে আমি জিজ্ঞাসাবাদ করি নাই সত্য। সত্য নয় যে, অধ্যাপক রেজাউর রহমানের প্রদত্ত প্রতিবেদন সঠিক। সত্য এবং নির্ভরযোগ্য। নৌপরিবহন মন্ত্রনালয় হইতে গত ২/৬/২০০৫ তারিখে ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠিত হয় সত্য। সত্য যে উক্ত ছয় মাসে আমি জিজ্ঞাসাবাদ করি নাই। ১০ জন সাক্ষীর ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬১ ধারা মতে জবানবন্দি রেকর্ড করি। সত্য যে, আসামীরা কেহই তাহাদের জবানবন্দিতে আসামীগন কর্তৃক অর্থ আত্মসাতের কথা বলে নাই। সত্য যে সাক্ষীগন তাহাদের ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬১ ধারা জবাবনন্দিতে যোগসাজসী করার কথা ও ক্ষমতা অপব্যবহারের কথা বলে নাই। সত্য নয় যে আসামীরা সকলেই নিরাপরাধ এবং নির্দোষ। সত্য নয় যে, আইনত পদ্ধতি অনুসরন না করে আসামী সাইফুল ইসলাম সহ অন্যান্য আসামীদের বিরুদ্ধে অসত্য অভিযোগপত্র দাখিল করেছি।” স্বা/- অস্পষ্ট ০৮.১২.২০১৬ **পি, ডব্লিউ -৯ তার জবানবন্দীতে উল্লেখ করেন তিনি বিলের চেক প্রদানের জন্য চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছেন। বিলের সাথে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছিল যাহা পর্যালোচনা করে সঠিক পান। পি ডব্লিউ-১০ উল্লেখ করেন চূড়ান্ত বিল বিআইডব্লিউটি**

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		এর হিসাব বিভাগ কর্তৃক পরিশোধের পূর্বে নিরীক্ষা বিভাগে প্রেরন করা হয়। নিরীক্ষা বিভাগের প্রধান তিনি ছিলেন। নিরীক্ষা বিভাগ হতে ঐ বিল ও বিল সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পরীক্ষা পূর্বক নীরিক্ষা ছাড়পত্র দেওয়া হয়। তিনি তার জেরায় উল্লেখ করেন যে, "এসবি প্রসেস রিপোর্ট বুয়েট এর প্রতিবেদন **Monitoring Committee** এর রির্পোট পর্যালোচনা ও পরীক্ষা করিয়াছি। সকল কাগজ পত্র সঠিক পাইয়া নিরীক্ষা ছাড়পত্র প্রদান করিয়াছি"। ফৌঃ কাঃ ৩৪২ ধারার বিধান অনুযায়ী আসামীকে সঠিক ভাবে পরীক্ষা করা হয় নাই কারন আসামী পক্ষে লিখতি বক্তব্য উপস্থাপন করা সত্বেও উক্ত বক্তব্য ৩৪২ ধারার ফরমে উল্লেখ করে নাই এবং কোন স্বাক্ষীর জবানবন্দী জেরা উল্লেখযোগ্য অংশ আইন অনুযায়ী উল্লেখ করার বিধান থাকা না সত্বেও উল্লেখ করেন নাই। স্বাক্ষীগন তাদের জবানবন্দীতে সাজাপ্রাপ্ত আসামীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেননি। প্রকল্পের কাজের পরিমাপের বিষয় বুযেট এর একজন অধ্যাপক রেজাউল রহমান একটি প্রতিবেদন দেয়। উক্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী ইঞ্জিনিয়ারিং মাপে ১৯৯২১৮ ঘন মিটার ও হাইড্রোগ্রাফি সংগে উল্লেখ আছে ২০১৬১৮ ঘন মিটার উল্লেখ আছে। পি ডব্লিউ-১৫ উল্লেখ করেন যে, সত্য যে এমডিতে ১,৯৮৪৪৬ ঘন মিটার উল্লেখ আছে। পি. ডব্লিউ-৮, ৯, ১০, ১১ জবানবন্দী প্রদান করেন নাই। সাক্ষ্য আইনের ১১৪(জি) ধারার বিধান অনুযায়ী কোন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান না করলে ধরে নিতে হবে উক্ত সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করলে প্রসিকউশন পক্ষের বিপক্ষে প্রদান করত। বুয়েটের অধ্যাপক রেজাউর রহমান কাজের পরিমাপের বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন কিন্তু উক্ত সাক্ষীকে আদালতে সাক্ষী হিসাবে উপস্থাপন করা হয় নাই। উক্ত ড্রেজিং কাজের বিষয়ে নৌ পরিবহন মন্ত্রনালয় হতে গত ০২.০৬.২০০৫ ইং তারিখে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত তদন্ত কমিটির কাউকে সাক্ষী করা হয় নাই। ফলে সাক্ষ্য আইনের ১১৪(জি) ধারার বিধান অনুযায়ী সন্দেহের সুযোগ আপীলকারীর পক্ষে যাবে। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত চলাকালীন ড্রেজিং চুক্তির ১.১৩ অনুচ্ছেদ ও পরিমাপন বিরুপনের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ও ডাইড্রাগ্রাফিক সার্ভের বিজ্ঞান সম্মত

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পদ্ধতি সর্ম্পকে সঠিক এবং পরিপূর্ন জ্ঞান ছাড়া তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। ফৌজদারী কার্যবিধির ২২২(১) অনুযায়ী এই মামলায় সুনির্দিষ্ট তারিখ সময় ও সাল সময় সর্ম্পকে বিচারিক আদালতের আদেশে প্রতিফলিত হয়নি। যা ফৌজদারী কার্যবিধির ২২২(১) এর সুনির্দিষ্ট ব্যত্যয়। মজু চৌধুরীর হাট লঞ্চ ঘাট হতে মেঘনা নদীর রুটের ৩০/০৭/২০০৫ কার্যাদেশ প্রদান ও সে মোতাবেক ২৪/০৮/২০০৫ইং তারিখের চুক্তি মূলে মেসার্স মাইক্রোম্যাক্স এন্ড এসোসিয়েট লিঃ বিভিন্ন তারিখে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও মেসার্স সিরাজ ইঞ্জিনিয়ারিং এর ড্রেসিং ভাড়া করে প্রকল্পের ২ লক্ষ ঘন মিটার মাটি উত্তোলন করে যা বাংলাদেশ আভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের পরিমাপ বই এর ৫৯ নং পাতায় (প্রদর্শনী-৯) সর্বমোট মাটি কাটার পরিমাপ ও প্রদত্ত অর্থের প্রমান পাওয়া যায়। প্রকল্পের কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন হয় যা বিগত ইংরেজী ০১/০১/২০০৬ তারিখের বিআইডব্লিউটিএ এর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের মূল্যায়ন কমিটির রিপোর্ট কার্যাদেশ অনুযায়ী সম্পূর্ন ড্রেজিং এর পরিমান উল্লেখ করা হয়। উক্ত মূল্যায়ন কমিটির ০১/০১/২০০৬ এর রিপোর্ট অত্র আপীলকারী বিগত ০৮/০১/২০০৬ইং তারিখে উপ-পরিচালক (সমন্বয় কর্মকর্তা) চেয়ারম্যান বিআইডব্লিউটিএ এর দপ্তরে প্রেরন করেন। মামলার তদন্তকারী অফিসার এই মূল্যায়ন কমিটির রিপোর্ট জব্দ করলেও অভিযোগপত্রে এর সত্যতা গোপন করেছেন। ড্রেজিং প্রকল্পের কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর উহার যর্থাথতা যাচাইয়ের জন্য বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইনিষ্ট্রিটিউট, ঢাকা এর পরিচালক প্রফেসর মোঃ রেজাউর রহমান প্রেরিত হইলে এম.বি. বুক মূল্যায়ন কমিটির রিপোর্ট এবং প্রি ও পোস্ট হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে রিপোর্ট বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিদ্যার মাধ্যমে ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে অনুযায়ী মাটি কাটার পরিমান ১৯৯২১৮ ঘর মিটার এবং হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৬১৮ ঘন মিটার পরিমানের যথার্থতা খুঁজে পান ও পরবর্তীতে ২৮/০৬/২০০৬ইং তারিখে তার রিপোর্ট দাখিল করেন। অথচ মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত অনুসন্ধানে এই ২৮/০৬/২০০৬ এর রিপোর্ট জব্দ করলেও তার সাক্ষ্যগত মূল্য নিরূপনে রিপোট

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		প্রদানকারী বুয়েটের সেই বিশেষজ্ঞকে সাক্ষী হিসাবে মান্য করেন নাই। প্রসিকিউশন পক্ষে আসামী আপীলকারীর বিরুদ্ধে মামলার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে ব্যার্থ হয়েছেন। সার্বিক পর্যালোচনায় অত্র আপীলটি মঞ্জুরযোগ্য। অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র আপীলটি মঞ্জুর করা হল। বিজ্ঞ বিশেষ জজ (জেলা জজ), বিশেষ জজ আদালত নং ৭, ঢাকা কর্তৃক বিশেষ মামলা নং ১৬/২০১২-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১২.১০.২০১৭ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো। সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী মোঃ সাইফুল ইসলাম-কে অত্র মোকদ্দমার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদান করে খালাস প্রদান করা হলো। সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারীর জামিনদারকে জামিননামা থেকে অব্যহতি দেওয়া হলো। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।